সাধু যোসেফের মহাপর্ব

বিশেষ সংখ্যা

জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মশতবার্ষিকী

প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১০ ❖ ১৫ - ২১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজ কর্তৃক
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও
স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন

ধারণা ও নির্দেশনাপত্র

বিনম্র শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় তোমাদের স্মরি

আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী

লুইজিনে সিস্টারস - "এসো দেখে যাও" প্রোগ্রাম ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এসএসসি পরীক্ষার্থী এবং তদুর্ধ্বে অধ্যয়নরত বোনেরা, তোমাদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। তোমরা জীবনে সুখী ও সাফল্যমণ্ডিত হও এটাই আমাদের একান্ত কামনা।

বিশেষভাবে এই সময়ে –

- তুমি কি তোমার জীবনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ভাবছো?
- তুমি কি কখনো ভেবেছ তোমার জীবন আহ্বানের কথা?
- তুমি কি উৎসর্গীকৃত জীবনে তোমার আহ্বান আবিষ্কার করতে ইচ্ছুক?
- **তাহলে আজই যোগাযোগ কর নিম্নের ঠিকানায় –**

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার ক্লারা ঘরামী ওএসএল
বেথানিয়া হাউজ
বয়রা মেইন রোড
খুলনা-৯০০০
ফোন : ০১৭১৬৪৯৪১৯২
০১৭৭৯৩২৩৪৭৩

সিস্টার জলি বিশ্বাস ওএসএল
নাজারেথ নভিশিয়েট
বড়বাগ-২২/১৯, মিরপুর-২
ঢাকা-১২১৬
ফোন : ০১৭৩৯০৫৮৮৬৬
০১৭৫৬৪৪১২২৭

এসো দেখে যাও - খুলনা - ২৭ মার্চ শুক্রবার থেকে ৩১ মার্চ মঙ্গলবার পর্যন্ত
ঢাকা - ২৫ এপ্রিল শনিবার থেকে ২৯ বুধবার এপ্রিল পর্যন্ত

বিজ্ঞ/৫৯/২০

সিস্টারস্ অব আওয়ার লেডি অব সরোস সংঘ

"এসো দেখে যাও ২০২০"

তারিখ: ২৬ থেকে ৩১ মার্চ

স্নেহাস্পদ যুবতী বোনেরা,

তোমরা যারা এ বৎসর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছ কিংবা তদুর্ধ্বে অধ্যয়নরত, তোমরা যদি ঈশ্বর ও মানুষের প্রতি অপরিমেয় ভালবাসা ও সেবার ঐকান্তিক ইচ্ছা অনুভব কর তাহলে "এসো দেখে যাও"। আমাদের সংঘের অনুগ্রহদান, আধ্যাত্মিকতা, সংঘবদ্ধ-জীবন ও সেবাকাজ সহভাগিতা করার লক্ষে, আগামী ২৬ থেকে ৩১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত **"এসো দেখে যাও"** প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য তোমরা নিমন্ত্রিত।

আগমন : ২৬ মার্চ, বিকাল ৫:০০
প্রি-নভিশিয়েট, রেনজি হাউজ
হাউজ ২৪৯, ব্লক-বি, বসুন্ধরা, ঢাকা

ফ্রি রেজিস্ট্রেশন!

যোগাযোগ করুন:
ঢাকা : সিস্টার চিত্রা রড্রিক্স এমপিডিএ
মোবাইল ঃ ০১৩১২৬৩৩৪৪
রাজশাহী : সিস্টার ছন্দা রোজারিও এমপিডিএ
মোবাইল ঃ ১৬৮৬০৬৪৭৯০

বিজ্ঞ/৬০/২০

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ১০
১৫- ২১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
০১ -০৭ চৈত্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
সাগর এস কোড়াইয়া

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.wklypratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হোক

মার্চ মাস বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ও মাণ্ডলীক জীবনে বেশ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নদ্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৭ মার্চ ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে স্বাধীনতার স্বপ্ন ছড়িয়ে দেন তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে । তাঁর অমর বাণী 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' । তাঁর এই উদাত্ত আহ্বানে বাঙালীর মনে আসে বল, প্রাণে জাগে শক্তি । শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ও নির্দেশনায় বাঙালী স্বাধীনতা আনয়নের লক্ষ্যে যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার প্রস্তুতি নিতে শুরু করে । এ প্রস্তুতির কথা টের পেয়ে ও বাঙালীর স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করার লক্ষ্যে বর্বর পাকিস্তানী বাহিনী স্বাধীনতাকামী বাঙালীদের স্তব্ধ করে দিতে কাপুরুষের মত রাতের অন্ধকারে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে হত্যা করে শত সহস্র ছাত্র-শিক্ষক ও সাধারণ মানুষকে । দূরদর্শি ও প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবুর রহমান কালবিলম্ব না করে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । যার ফলশ্রুতিতে আমরা ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস ঘটা করে উদ্‌যাপন করি ।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অসামান্য । পরাধীন বাঙালীদের দুর্দশা ও কষ্ট দেখে তিনি নিজে প্রথমে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছেন এবং সেই স্বপ্ন সকলের কাছে ছড়িয়ে দিয়েছেন । তাই শেখ মুজিবুর রহমান শুধুমাত্র একটি নাম, একজন মানুষ, একটি আন্দোলন আদর্শ মাত্র নন, তিনিই বাংলাদেশর ঐতিহাসিক স্বাধীনতা যুদ্ধ বিজয়ের মহানায়ক, বিশ্ব দরবারে এক বিরল অনুকরণীয় আদর্শ ব্যক্তিত্ব । তাঁর জন্ম হয় ১৯২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় । মিশনারী স্কুলের ছাত্র জীবন থেকেই তিনি ছিলেন রাজনীতিতে সচেতন ও সক্রিয় । ১৯৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৬০-এর দশকে তিনি হয়ে ওঠেন বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা । স্বাধীনতার জন্য বহুবার কারাবরণকারী ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী মহান এই নেতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে । তবে স্বাধীন বাংলায় শেখ মুজিব অম্লান । তাই জাতি শ্রদ্ধা, ভালবাসায় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ঘটা করে পালনের প্রস্তুতি নিচ্ছে । সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি হয়ে ওঠার পেছনে যে আত্মত্যাগ, শ্রম ও দূরদর্শিতা তাঁকে মহৎ করে তুলে ছিল তা ছিল মানুষের ভালবাসা । তিনি বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা এবং বাংলার প্রত্যেক মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছিলেন । তাঁর মধ্যে কোন জাতি-বর্ণের ভেদাভেদ ছিল না, তিনি ছিলেন অসাম্প্রদায়িক । তাইতো স্বপ্ন দেখতেন সুখী, সমৃদ্ধ ও সোনার বাংলাদেশের । যে বাংলাদেশে সকল মানুষ মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সক্ষম হবে এবং মানবিক অধিকারগুলো চর্চা করতে পারবে । বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন সকলে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও যার যার ধর্ম চর্চা করতে পারবে । আর তাইতো সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা সন্নিবেশিত করেছেন । জাতির জনকের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের বছরে অর্থাৎ মুজিব বর্ষে জাতিকে নিজের কাছে প্রশ্ন করতে হবে- আমরা জাতির জনকের স্বপ্নটা কতটা পূরণ করতে পেরেছি ও আগ্রহী! উদযাপনের ঘনঘটায় জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণের ধারা ও পথ যেন ব্যাহত না হয় ।

১৯ মার্চ খ্রিস্টমণ্ডলী পবিত্র পরিবার ও মণ্ডলীর রক্ষক এবং মণ্ডলীর মাতা মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের পর্বদিবস আনন্দের সাথে পালন করে । সাধু যোসেফ জীবনের কঠিন অবস্থায় স্বপ্ন দেখতেন এবং তা পূরণ করার মধ্য দিয়ে মানব মুক্তির ইতিহাসে অনন্য অবদান রেখেছেন । সফলতার জন্য তাই স্বপ্ন দেখতে হয় । বাংলাদেশ মণ্ডলীর স্থানীয়করণ ও স্বাবলম্বী মণ্ডলী গড়ার স্বপ্নের অনেকটা সার্থক কারিগড় ছিলেন প্রয়াত আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও । যিনি তাঁর সহজ-সরল জীবনযাপন, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীকে পরিচালনা করেছেন । ১৮ মার্চ তার মৃত্যুদিবস । ঈশ্বর তাকে অনন্ত শান্তি দান করুন ।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সোনার বাংলা এবং আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র স্থানীয় স্বাবলম্বী মণ্ডলী গড়ার স্বপ্ন অচিরেই বাস্তবায়িত হোক ।

"যিশু তাঁকে বললেন, 'নারী, আমাকে বিশ্বাস কর, সেই ক্ষণ আসছে, যখন তোমরা পিতার উপাসনা করবে এই পর্বতেও নয়, যেরুশালেমেও নয় । তোমরা যা জান না, তার উপাসনা করে থাক; আমরা যা জানি, তারই উপাসনা করি, কেননা পরিত্রাণ ইহুদীদের মধ্য থেকেই আসে ।"-যোহন ৪:২১-২২

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.wklypratibeshi.org

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
RANGAMATIA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

(স্থাপিতঃ ১লা জানুয়ারী, ১৯৬৩ খ্রীঃ, রেজি. নং- ৩২৭/১৯৭৭ খ্রীঃ Estd. 1.1.1963, Regd. No. 327/1977)

সূত্র ঃ আরসিসিইউলিঃ/ম্যানেজার/২০১৯-২০/৯৩

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ০১/০৩/২০২০ খ্রীষ্টাব্দ

রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য স্থানীয় যোগ্য খ্রিস্টান প্রার্থীদের নিকট হতে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে-

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	মাসিক বেতন	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১	সহকারী অফিসার লোন	০২	২৫-৩৫ বছর	আলোচনা সাপেক্ষে	১। ন্যূনতম বি.কম পাস। ২। কম্পিউটার সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকতে হবে। ৩। একাউন্টিং সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে।
২	সহকারী অফিসার হিসাব	০২	২৫-৩৫ বছর	আলোচনা সাপেক্ষে	১। ন্যূনতম বি.কম পাস। ২। কম্পিউটার সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকতে হবে। ৩। একাউন্টিং সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে।
৩	লোন রিয়েলাইজেশন অফিসার	০১	২৫-৩৫ বছর	আলোচনা সাপেক্ষে	১। ন্যূনতম বি.কম পাস। ২। কম্পিউটার সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা থাকতে হবে। ৩। একাউন্টিং সম্বন্ধে ধারণা থাকতে হবে।

শর্তাবলিঃ-

১. পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত আমাদের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
২. শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার সনদ এর ফটোকপি, জাতীয় পরিচয় পত্র/ জন্ম নিবন্ধন সনদ, স্থানীয় পাদ্রি-পুরোহতের নিকট হতে চারিত্রিক সনদ জমা দিতে হবে।
৩. সদ্য তোলা ২ (দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি।
৪. রাঙ্গামাটিয়া মিশনে স্থায়ীভাবে বসবাসরত হতে হবে।
৫. সমিতির প্রয়োজনে যেকোনদিন যেকোন সময় কাজ করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।
৬. আগ্রহী প্রার্থীগণকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ, পরিশ্রমী এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হবে।
৭. ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে গণ্য করা হবে।
৮. খামের উপর পদের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।
৯. প্রার্থীকে স্বহস্তে "ম্যানেজার" রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ, ডাকঘরঃ রাঙ্গামাটিয়া, কালীগঞ্জ, গাজীপুর বরাবর আবেদন করতে হবে।
১০. এই আবেদনপত্র আগামী ১৫ এপ্রিল' ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৪:০০ ঘটিকার মধ্যে রাঙ্গামাটিয়া খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ এ পৌছাতে হবে।
১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতিত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

অনুলিপি প্রদান করা হলো ঃ-
০১) অফিস ফাইল-আরসিসিসিইউলিঃ
০২) চিফ অফিসার-আরসিসিসিইউলিঃ
০৩) সমিতির নোটিশ বোর্ড

ধন্যবাদান্তে

পুলক রিবেরু
ম্যানেজার
আরসিসিসিইউলিঃ

বিপ/৬৪/২০

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ১৫-২১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

১৫ মার্চ, রবিবার
বিশ্বাসমন্ত্র, তপস্যাকালের ধন্যবাদিকা স্তুতি
যাত্রা ১৭: ৩-৭, সাম ৯৫: ১-২, ৬-৯, রোমীয় ৫: ১-২, ৫-৮, যোহন ৪: ৫-৪২ (অথবা ৪, ৫-১৫, ১৯খ-২৬, ৪০-৪২)

১৬ মার্চ, সোমবার
২ রাজাবলী ৫: ১-১৫, সাম ৪২: ১-২; ৪৩: ৩-৪, লুক ৪: ২৪-৩০

১৭ মার্চ, মঙ্গলবার
দানিয়েল ৩: ২৫, ৩৪-৪৩, সাম ২৫: ৪-৯, মথি ১৮: ২১-৩৫
সাধু প্যাট্রিক, বিশপ এর স্মরণ দিবস পালন করা যেতে পারে।
ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের প্রতিপালকের পর্ব

১৮ মার্চ, বুধবার
২য় বিবরণ ৪: ১, ৫-৯, সাম ১৪৭: ১২-১৩, ১৫-১৬, ১৯-২০, মথি ৫: ১৭-১৯
জেরুসালেমের সাধু সিরিল, বিশপ-এর স্মরণ দিবস

১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার
কুমারী মারীয়ার স্বামী সাধু যোসেফের পর্ব
পর্ব দিনের ধন্যবাদিকা স্তুতি
২ সামুয়েল ৭: ৪-৫, ১২-১৪, ১৬, সাম ৮৯: ১৩, ১৬-১৮, ২২, মথি ১: ১৬, ১৮-২১ অথবা লুক ২: ৪১-৫১

২০ মার্চ, শুক্রবার
হোসেয়া ১৪: ২-১০, সাম ৮১: ৫-১০, ১৩, ১৬,মার্ক ১২: ২৮-৩৪

২১ মার্চ, শনিবার
হোসেয়া ৬: ১-৬, সাম ৫১: ১-২, ১৬-১৯, লুক ১৮: ৯-১৪

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

১৫ মার্চ, রবিবার
+ ২০০৪ ব্রাদার লিগোরী ডেনিয়ের সিএসসি (ঢাকা)

১৬ মার্চ, সোমবার
+ ১৯৮৭ সিস্টার তেরেজা গাল্লেয়ানি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৬ সিস্টার তেরেজা গ্রেগোয়ার সিএসসি
+ ২০১৬ সিস্টার বেনেডিক্টা মণ্ডল এসসি (রাজশাহী)

১৭ মার্চ, মঙ্গলবার
+ ১৮৭০ ফাদার লুইজি লিমানা পিমে
+ ১৮৭৯ ব্রাদার আলেসান্দ্রো মলতেনি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৪ ফাদার যোসেফ প্যাটনোড সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ ফাদার নির্মল কস্তা (রাজশাহী)

১৮ মার্চ, বুধবার
+ ১৯০৫ মাদার গেট্রুড এসএসএমআই (ঢাকা)
+ ১৯১৫ সিস্টার কার্থেজ আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
+ ২০০৩ সিস্টার এলি ইমেল্ডা গমেজ, এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ২০০৭ আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও (ঢাকা)

১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৮৩ ব্রা. জেরার্ড টারকোট সিএসসি

২০ মার্চ, শুক্রবার
+ ১৯৯৭ ফা. আলফ্রেড জে. নেফ্ সিএসসি (ঢাকা)

২১ মার্চ, শনিবার
+ ১৯২৩ ফা.আলবার্ট ব্লিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৬০ ফা. জেমস মার্টিন সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ ফা. এনরিকো ভিগানো পিমে (দিনাজপুর)

নারীদের সমতার আন্দোলন উদ্‌যাপিত হোক

যুগ-যুগ ধরেই সমাজে নারীদের সমতার আন্দোলন চলমান রয়েছে। পুরুষের ন্যায় নিজেকে প্রকাশের ও বিকাশের আন্দোলন। কিন্তু সে আন্দোলন কতটুকু পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে সেটাই বড় প্রশ্ন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে লিঙ্গ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। ফলশ্রুতিতে, এর বিরূপ প্রভাব পড়ছে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে, দেশের সীমানা ছাড়িয়ে তথা গোটা বিশ্বে। আজ নারীদের সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলেছে। এছাড়াও নারীদের নিরাপত্তা ও কন্যা শিশুদের সুরক্ষা নিয়ে সকলেই শঙ্কিত ও চিন্তিত। প্রতি বছরই আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপিত হয় নারীদের স্বীকৃতি, ক্ষমতায়ন ও সমতার জোর দাবী নিয়ে। কিন্তু এই সমতার আন্দোলন শুধুমাত্র একদিনের নয় বরং প্রতিদিনের। প্রচলিত সমাজে বৈষম্যের স্থানে সমতার প্রতিস্থাপন করা আশু প্রয়োজন। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের অবদানকে প্রায়শই হেয় করে দেখার দূরারোগ্য রোগে আক্রান্ত। অনেকেই নারীদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা দিতেও নারাজ। তাছাড়া সমাজের কিছু শ্রেণীর লোকেরা নারীদের অগ্রগতিতে ঈর্ষা-বিদ্বেষ পোষণ এবং নারীদের ওপর অমানবিক আচরণ করতেও দেখা যায়। এমনকি নারীদের এগিয়ে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা ও প্রচেষ্টাকে দমিয়ে রাখার চেষ্টাতেও কোন ত্রুটি রাখছে না। তাই বর্তমানে নারী-পুরুষের বৈষম্য কোনভাবেই কমছে না বরং বেড়েই চলেছে। দেশে নারীদের প্রতি যে অবহেলা, নির্যাতন, অত্যাচার পরিলক্ষিত হচ্ছে তা মোটেই আশানরূপ নয়। মফস্বল থেকে নগরে নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা, নিজেকে প্রকাশ ও বিকাশ করারও অনুকূল পরিবেশ পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে। বৈষম্যকে ধারণ ও চর্চা করার যে সংকীর্ণ মন-মানসিকতা তৈরি হয়েছে, তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। নারীরা কেবলমাত্র নারী অধিকারই নয়, মানবিক অধিকার চর্চা থেকেও রীতিমত বঞ্চিত হচ্ছে। সমাজের বৈষম্যের দেয়াল ভেঙে নারীদের অনুকূল পরিবেশে নিজেকে প্রকাশ করার সুযোগ দিতে হবে। নারীদেরও সামাজিক বিধি-নিষেধ, ধর্মীয় গোড়ামীর গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সক্ষমতা সম্পর্কে সোচ্চার হতে হবে। নারীদের সমতার আন্দোলন শুধু সমান সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা নয় বরং নারীর নিরাপত্তা জোরদার করাকেও বোঝায়।

নারীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ, কাজেই নারীদের নিরাপত্তার দায়ভারও সমাজেরই। নারীরা নিজেদের সক্ষমতাকে গোটা বিশ্বের কাছে প্রমাণ করতে সর্বদা বদ্ধপরিকর। কিন্তু নারীর অগ্রগতিতে পুরুষদের নারীদের অগ্রগতিতে ও সমাজে অবাদন রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে। নারীদের সমতার আন্দোলন আন্দোলিত করুক সমাজ, রাষ্ট্র এবং গোটা বিশ্বকে; প্রসারিত করুক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে। লৈঙ্গিক সমতার এই চলমান আন্দোলন উদ্‌যাপিত হোক সারাটি বছর। কেননা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শুধুমাত্র নারীদের ক্ষমতায়ন, সম্মান ও মর্যাদা নিশ্চিত হবে না, বরং প্রতিষ্ঠিত হবে নারী অধিকার এবং অর্জিত হবে মানবাধিকার॥ ❑

জাসিন্তা আরেং
ময়মনসিংহ থেকে

বাংলাদেশ খ্রিস্টান সমাজ কর্তৃক
জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপন

ধারণা ও নির্দেশনাপত্র

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপনের **জাতীয় কমিটির সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা** । ২০ মার্চ ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি সভাপতির ভাষণে বলেন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা জাতির কর্তব্য । কেননা তিনি বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের পথিকৃৎ ও অবিসংবাদিত নেতা, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীনতার ডাক দেন এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রচেষ্টা, জাতীয় ঐক্যের জন্য সংবিধান ও মূলনীতি দিয়ে গেছেন তিনি । লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা আসে ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে । স্বাধীনতার জন্য বহুবার কারাবরণকারী ও জাতির জন্য জীবন উৎসর্গকারী মহান এই নেতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে । তবে স্বাধীন বাংলায় শেখ মুজিব অম্লান । তাই জাতি শ্রদ্ধা, ভালবাসায় ২০২০ খ্রিস্টাব্দে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও ২০২১ খ্রিস্টাব্দে গৌরবের সাথে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করবে ।

জাতীয় কমিটির সদস্য-সচিব ও উদ্‌যাপনের সমন্বয়ক ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী কিছু তথ্য ও নির্দেশনা দিয়ে বলেন,

=> জন্মশতবার্ষিকী পালন কালে জাতি মর্যাদা, অগ্রগতি ও উন্নয়নের চারটি মাইলফলক স্পর্শ ও অতিক্রম করবে: (ক) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী, (খ) স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী, (গ) ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং (ঘ) মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ ।

=> জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটি (১০২) ও জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (৬১) সদস্য নিয়ে ।

=> পদক্ষেপ: আন্তর্জাতিক কমিটি গঠন; আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট সেগুনবাগিচায় অফিস স্থাপন;

=> জন্মশতবার্ষিকীর উদ্বোধনের তারিখ ১৭ মার্চ, ২০২০ এবং সমাপনের তারিখ ১৭ মার্চ, ২০২১ ।

=> উদ্বোধন ও অন্যান্য বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন

=> বিশেষ দিবসগুলোতে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন: ১০ জানুয়ারি, ২১ ফেব্রুয়ারি, ৭ মার্চ, ১৭ মার্চ, ২৫-২৬ মার্চ, ৭ জুন, ১৫ আগস্ট-২৩ জুন এবং ১৬ ডিসেম্বর ।

ঢাকা কাথলিক আর্চডায়োসিসের ধর্মপাল, **কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি** জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপনের জাতীয় উদ্‌যাপন কমিটির একজন সম্মানিত সদস্য । তাঁর উদ্যোগে ও আহ্বানে ১৩ জুলাই, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টান সমাজে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয় রমনার আর্চবিশপস্ ভবনে । যেখানে কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজসহ ৭জন যাজক, ১জন সন্ন্যাসব্রতী, ১৭জন ভক্তজনগণ অংশগ্রহণ করেন । খ্রিস্টান সমাজে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) উদ্‌যাপনের জন্য একটি প্রেরণাবাণী এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়;

প্রেরণাবাণী

"As a man, what concerns mankind concerns me.
As a Bengalee I am deeply involved in all that concerns Bengalees.
This abiding involvement is born of and nourished by love, enduring love,
which gives meaning to my politics and to my very being."

Sheikh Mujibur Rahman, 3.5.73, (Excerpt from Personal Notebook)

"একজন মানুষ হিসাবে সমগ্র মানবজাতি নিয়েই আমি ভাবি ।
একজন বাঙালি হিসাবে যা কিছু বাঙালিদের সাথে সম্পর্কিত তাই আমাকে গভীরভাবে ভাবায় ।
এই নিরন্তর সম্পৃক্তির উৎস ভালোবাসা, অক্ষয় ভালোবাসা,
যে ভালোবাসা আমার রাজনীতি এবং অস্তিত্বকে অর্থবহ করে তোলে ।"

(শেখ মুজিবুর রহমান, অসমাপ্ত আত্মজীবনী, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ: ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি

খ্রিস্টান সমাজ কর্তৃক জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ হয় ।

১। খ্রিস্টান সম্প্রদায় দেশের নাগরিক হিসেবে, বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রাষ্ট্র দ্বারা আয়োজিত সম্ভাব্য সকল কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা ।

২। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে উপলক্ষ্য করে বাংলাদেশের খ্রিস্টান সমাজের ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে অবগত হওয়া ।

৩। দেশ গঠন ও উন্নয়নে খ্রিস্টানদের অবদানকে তুলে ধরার জন্য তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করা এবং কৃত কর্মকাণ্ড ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা দান করা

৪। দেশের সংস্কৃতি ও বৃহত্তর সমাজের সাথে আমাদের মিলন ও একাত্মতার চিত্র তুলে ধরা ও মূল্যায়ন করা ।

৫। কর্মপদ্ধতি হিসেবে প্রত্যেক চার্চসংগঠন অর্থাৎ সিবিসিবি, এনসিসিবি এবং এনসিএফবি তার নিজস্ব মণ্ডলীর দায়িত্বে, অর্থায়নে ও ব্যবস্থাপনায় নিজস্ব কর্মসূচী গ্রহণ করে তা পালন করবে ।

৬। যে-কোন জাতীয় চার্চ সংগঠন অথবা জাতীয় খ্রিস্টান প্রতিষ্ঠান নিজস্ব উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে ।

৭। জাতীয় পর্যায়ে, সর্ব-চার্চের ব্যবস্থায় যদি কোন কেন্দ্রীয় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হয় তাহলে সে ব্যাপারে ইউনাইটেড ফোরাম অব চার্চের সিদ্ধান্ত মোতাবেক হতে পারে ।

জাতির জনক শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন মূলতঃ চারটি পর্যায়ে

১। কাথলিক মণ্ডলীর উদ্যোগে (সিবিসিবি ও ৮টি কাথলিক ধর্মপ্রদেশ ও তার অন্তর্গত ধর্মপল্লী, গ্রামসমাজ, সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহ, ইত্যাদি)

২। এনসিসিবি-র উদ্যোগে (অন্তর্ভুক্ত সকল মণ্ডলী)

৩। এসসিএফবি-র উদ্যোগে (অন্তর্ভুক্ত সকল মণ্ডলী)

৪। জাতীয় পর্যায়ে (আন্তঃমাণ্ডলিক) ইউএফসিবি, জাতীয় সংগঠন, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্যোগে ।

প্রস্তাবিত কর্মসূচীসমূহ

=> সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশিষ্ট দিনগুলো কাথলিক সমাজে প্রার্থনা ও খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে উদযাপন করা;

=> সরকার কর্তৃক ঘোষিত বিশিষ্ট দিনগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যথাযথ মর্যাদা দিয়ে উদযাপন করা;

=> বঙ্গবন্ধু সত্য বলার শিক্ষা পেয়েছেন, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে, তা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা ।

=> স্বাধীনতা যুদ্ধ উত্তর মাদার তেরেজা দেশে পুনর্বাসনের কাজে অংশগ্রহণ ও মাদার তেরেজার সাথে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধুকে আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর স্বর্ণের চেইন ও ক্রুশ প্রদান করেন-এ সমস্ত বিষয়গুলো জ্ঞাত করা;

=> ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর নামে পদক প্রদান;

=> স্বাধীনতা যুদ্ধ ও দেশ গঠনে খ্রিস্টানদের অংশগ্রহণ বিষয়ক গবেষণাধর্মী প্রকাশনা কার্যক্রম;

=> স্বাধীনতা যুদ্ধে খ্রিস্টানদের অবদান বিষয়ক ফাদার টিম সিএসসি-এর লেখা বই অনুবাদ করা;

=> স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ও পরে খ্রিস্টানদের দেশ গঠনে অবদান;

=> মহান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান করা;

=> খ্রিস্টান সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মরণোত্তর সম্মাননা প্রদানের ব্যবস্থা করা;

=> জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে অঞ্চলভিত্তিক বিশেষত যেখানে বেশি মুক্তিযোদ্ধা ছিল বা বেশি খ্রিস্টান শহীদ হয়েছেন, তাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা;

=> ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যে সমস্ত জিনিস বা আসবাবপত্র ব্যবহার করা হয়েছিল তার তালিকা প্রস্তুত করা ও তা সংগ্রহ করা এবং যাদুঘরে সংরক্ষণ করা;

=> খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুত করা;

=> খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে ৪ লক্ষ বৃক্ষ রোপন করা । বৃক্ষ রোপনের বিষয়টি প্রচারে পোস্টার, ব্যানার, টুপি, টি-শার্ট, লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে র‍্যালি করে অনেককে সচেতন করা;

=> প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা এবং তা ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে উপস্থাপন করা;

কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা

জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে খ্রিস্টান সমাজের প্রথম মতামত প্রদান অনুষ্ঠানে প্রস্তাবনা আসে বৃহত্তর পরিসরে খ্রিস্টানদের জাতীয় কমিটি গঠন করা । সমাজের বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে যারা অবদান রাখছেন তাদেরকে কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা । জাতীয় কমিটির পাশাপাশি খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ থেকে জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি বা কার্যকরী কমিটি গঠন করা । জাতীয়

বাস্তবায়ন কমিটির অন্তর্ভুক্ত বেশ কয়েকটি সাব-কমিটিও গঠন করা। বিশিষ্টজনদের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী (২০২০ খ্রিস্টাব্দ) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১ খ্রিস্টাব্দ) উদ্‌যাপনের জন্য বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলী থেকে একটি কেন্দ্রীয় উদ্‌যাপন কমিটি ও একটি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি গঠন করা হয়। এর সদস্যরা হলেন;

বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় উদ্‌যাপন কমিটি

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, সিএসসি ঢাকা আর্চডায়োসিসের কমিটি (সভাপতি)
আর্চবিশপ মজেস কস্তা, সিএসসি এবং চট্টগ্রাম আর্চডায়োসিসের কমিটি
বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সিএসসি এবং রাজশাহী ডায়োসিসের কমিটি
বিশপ বিজয় এন ক্রুজ, ওএমআই এবং সিলেট ডায়োসিসের কমিটি
বিশপ পল পনেন কুবি, সিএসসি এবং ময়মনসিংহ ডায়োসিসের কমিটি
বিশপ সেবাস্টিয়ান টুডু, এবং দিনাজপুর ডায়োসিসের কমিটি
বিশপ রমেন বৈরাগী, এবং খুলনা ডায়োসিসের কমিটি
বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার, সিএসসি এবং বরিশাল ডায়োসিসের কমিটি

বাংলাদেশের কাথলিক মণ্ডলীর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও, (সভাপতি)
ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু (সমন্বয়কারী)
ফাদার মিল্টন ডেনিস কোড়াইয়া (সচিব)
ফাদার সুব্রত বি গমেজ
চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু
মি: উইলিয়াম অতুল কুলেন্তিনু
মি: ফ্রান্সিস অতুল সরকার
ফাদার লাজারুস কানু গমেজ
ফাদার ইম্মানুয়েল কে. রোজারিও
ব্রাদার লিও জে পেরেরা সিএসসি
সিস্টার শিখা গমেজ সিএসসি
ফাদার সরোজ কস্তা ওএমআই
মি: মানিক উইলভার ডি'কস্তা
মি: সঞ্জীব দ্রং

কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়িত করতে পরিকল্পনা করবে, দিক-নির্দেশনা দিবে ও সহযোগিতা করবে। কিন্তু কর্মসূচীসমূহ বাস্তবায়িত হবে নিজ নিজ ধর্মপ্রদেশে নিজস্ব বাস্তবতায় বিভিন্ন উপ-কমিটির প্রত্যক্ষ সহযোগিতায়। উপ-কমিটিগুলো হলো:

১। খ্রিস্টান মুক্তিযোদ্ধাদের নামের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রস্তুতকরণ কমিটি
২। সেমিনার আয়োজন ও বাস্তবায়ন কমিটি
৩। গবেষণাধর্মী প্রকাশনার সম্পাদকীয় বোর্ড
৪। স্মৃতি/স্মারক সংগ্রহ ও সম্মাননা প্রদানের আয়োজক কমিটি
৫। অর্থ কমিটি

বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতা, পরামর্শ ও প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আমরা দেশ ও জাতির সাথে একাত্ম হবার সুযোগটি গ্রহণ করবো। খ্রিস্টান নাগরিক হিসেবে আমরা আমাদের দেশাত্মবোধ ও দায়িত্বে উজ্জীবিত হব এবং দেশের সেবা ও উন্নয়নে আমাদের অবদানের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাবো। দেশগড়ার কাজে অতীতের মতো বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও আমরা নিবেদিত হবো। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (২০২০) ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী (২০২১) যথাযথভাবে উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মাঝে একতা ও মিলন দৃঢ় হোক।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি
(অনুলিখন: ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু)

তুমি আমাদের পিতা

সাগর কোড়াইয়া

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতার বন্দনা করেছেন এইভাবে, "তুমি আমাদের পিতা, তোমায় পিতা বলে যেন জানি"। এই পিতা জন্মদাতা পিতাও হতে পারে, আবার জন্ম না দিয়ে যে পিতা হওয়া যায় তারই মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন রবি ঠাকুর। আমাদের সৃষ্টিকর্তা তেমনি একজন পিতা। আমরা জানি, যিনি জন্ম দেন তিনিই জন্মদাতা বা পিতা। জন্মগতভাবে তাই পিতা হওয়া প্রকৃতির রীতি। প্রকৃতির নিয়মের বাইরেও পিতা হওয়া যায়। রক্তগত সম্পর্কে নয়, নারী-পুরুষের ভালবাসায় নয়; বরং ব্যক্তি তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশ ও জনসমাজে পিতা হিসাবে স্বীকৃত হন। জন্মগত পিতা এক সময় সবার অলক্ষ্যে হারিয়ে যান কিন্তু মানুষের হৃদয়ে যে পিতা স্থান করে নেন তিনি কখনো হারিয়ে যান না। জাতীয় জীবনে এরকম পিতা খুব কম লোকই হতে পারে; যাঁরা নিজেদের সারাটি জীবন জনগণের হিতের জন্য উৎসর্গ করেছেন। রক্তগত পিতা জন্ম দেন এক বা একাধিক সন্তানের কিন্তু যিনি জাতির পিতা তিনি একটি রাষ্ট্র ও জাতির জন্ম দিয়ে হন পিতা। পিতা সন্তানের শত বিপদ-আপদে সন্তানকে ছেড়ে যেতে পারেন না; বরং বিপদ থেকে উদ্ধার করে একটি প্রতিষ্ঠিত আসনে আসীন করেন। আর সন্তানও পিতার পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠেন। দিনে-দিনে পিতার সব বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেতে থাকে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের তেমনি এক পিতা। যিনি জন্ম দিয়েছেন বাঙালি জাতিসত্ত্বার; দিয়েছেন স্বাধীনতার স্বাদ। বাঙালিকে বাঙালি হিসাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন বিশ্বদরবারে। বলা যায়, বাংলা ভাষাভাষী বাঙালিকে হাজার বছরের ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছেন। বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি হাজার বছর ধরে বিকশিত হলেও স্বাধীনতা পায়নি; নিজের রাষ্ট্র বলে কোন রাষ্ট্র পায়নি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরই বাঙালিকে প্রথম একটি স্বাধীন রাষ্ট্র দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, বহু রাজনৈতিক মনীষীর জীবন ও কর্মের অনুরক্ত পাঠক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। কিশোর বয়সে তিনি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে বঙ্গবন্ধু নিশ্চয়ই সুভাষ চন্দ্র বসুর চিন্তা-চেতনা ও সংগ্রামী জীবনের কথা মনে করেছেন। তাই বঙ্গবন্ধু নেতাজীর চেয়েও ঊর্ধ্বে ওঠে বলতে পেরেছিলেন, "রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেবো, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ"। ৭ মার্চের ভাষণে তিনি স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষী জনগণের হৃদয়ের কথাই ব্যক্ত করেছেন। একজন যোগ্য পিতার ন্যায় সাহস যুগিয়েছেন স্বাধীনতাকামী মানুষের মননে ও ধ্যানে। পিছনে না থেকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সাত কোটি বাঙালিকে। কি নেই বঙ্গবন্ধুর সেই মাস্টারপিস ভাষণে; বাঙালি জনগোষ্ঠীর বঞ্চনার ধারাবাহিক করুণ ইতিহাস। আর সে ইতিহাসে তিনি জুড়ে

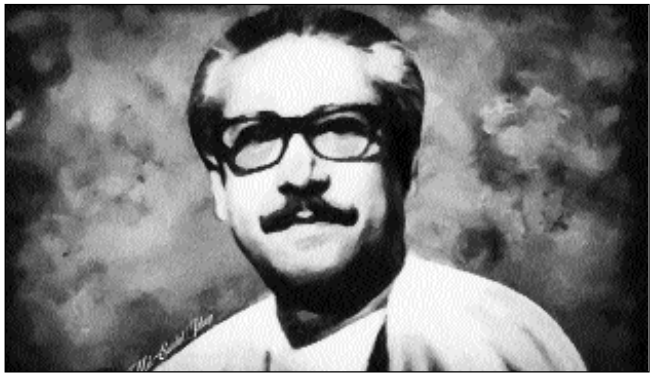

দিয়েছেন আবেগ, মুক্তিপাগল বাঙালির রক্ত ঝরানোর নির্মম স্মৃতি এবং তাদের গণতান্ত্রিক আশা-প্রত্যাশার ন্যায্যতা; আছে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধার প্রকাশ ও যুক্তির জোরালো উপস্থিতি। তাই এটা নিশ্চিতভাবে অনুমেয় যে, বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে বাংলাদেশের জন্ম হতো না। আর বাংলাদেশের জন্ম না হলে ইতিহাসের অন্তরালে হারিয়ে যেতো বাঙালি জাতি। বঙ্গ ও সমতটের এই গাঙ্গেয় উপত্যকা কখনো ও কোনদিন পাকিস্তানী শাসকদের শোষণ থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পেতো না। পরাধীনতার শৃঙ্খল পায়ে জড়িয়ে গ্লানিময় জীবন অতিবাহিত করতে হতো। এদেশকে শাসক ও শোষকশ্রেণীর হাত থেকে রক্ষা করতে হবে এ স্বপ্ন দেখেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। বঙ্গবন্ধু নিষ্ঠা, দেশপ্রেম, একাগ্রতা ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে স্বাধীনতার স্বাদ দিতে যা করণীয় সব নিজের মধ্যে আয়ত্ত করেছিলেন।

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় শিশুকালে প্রকৃতির মাঝে বেড়ে উঠার সাথে-সাথে তিনি ভাবতে শিখেছেন কেমন করে অসম ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে মানবতাবাদী, বঞ্চনাহীন, সমতাভিত্তিক জনকল্যাণমূলক সমাজ গড়ে তোলা যায়। সহজ ও সাবলীল গ্রামীণ সমাজ ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর বেড়ে ওঠার কথা খুঁজে পাওয়া যায় তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার লেখা 'শেখ মুজিব আমার পিতা' শিরোনামের নিবন্ধে। তিনি বঙ্গবন্ধুর শৈশব সম্বন্ধে বর্ণনা করেন: "আমার আব্বার শৈশব কেটেছিল টুঙ্গিপাড়ার নদীর পানিতে ঝাঁপ দিয়ে, মেঠো পথের ধূলোবালি মেখে, বর্ষার কাদাপানিতে ভিজে, বাবুই পাখি বাসা কেমন করে গড়ে তোলে, মাছরাঙ্গা কিভাবে ডুব দিয়ে মাছ ধরে, কোথায় দোয়েল পাখির বাসা, দোয়েল পাখির সুমধুর সুর আমার আব্বাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করতো।"

ইতিহাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে গড়ে তুলেছে বাঙালি জাতির নানা পটপরিবর্তন, উত্থান-উন্মুস্থনের মধ্য দিয়ে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ন্যায্যতার পক্ষে আন্দোলন স্কুল জীবন থেকেই শুরু হয়। ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে মিশনারী স্কুলে পড়াকালীন সময়ে ছাদ সংস্কারের দাবি নিয়ে তিনি আন্দোলন করেছিলেন। পরবর্তীতে সেই দাবি নিয়ে তিনি তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পরবর্তীতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কাছে গিয়েছিলেন। ১৯৪৭- এ যখন ভারত বিভক্ত হলো তখন তিনি ছাত্রনেতা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশ বিভাগের প্রাক্কালে কলকাতায় হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার সময় তিনি মুসলিমদের রক্ষার্থে এবং দাঙ্গা নিরসনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন। এই সময়গুলোতে তিনি ছিলেন একেবারে টগবগে যুবক। রক্তে আগুন ঝড়ে পড়ছে যেন। জনগণের স্বার্থ রক্ষার্থে এছাড়াও তিনি আরো বহু আন্দোলনের সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ছুটে বেরিয়েছেন অবিভক্ত ভারত-বাংলাদেশ; পরবর্তীতে বাংলা বিভক্তির পর টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া। জনগণের কাতারে মিশে গিয়েছেন একজন যোগ্য

পিতার মতো; সরাসরি কথা বলেছেন জনতার সাথে। জানতে পেরেছেন জনগণের মনের দাবি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা। আর সে দাবি পূরণের জন্য সংগ্রাম করেছেন। ফলে গ্রেফতার হয়ে কারাভোগ করতে হয়েছে জাতির পিতাকে। বার-বার গ্রেফতার হন তিনি। মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে হয়রানি করা হয়। আইয়ুব ও মোনায়েম সরকার বার-ংবার বঙ্গবন্ধুর নামে মিথ্যা মামলা ঠুকে দিতে থাকে; অনেক সময় সেই মামলায় সাজাও পেতে হয়েছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর প্রতি অন্যায্যতার যত রকমের পথ ছিলো সবই ব্যবহার করা হয়েছে। এমনও হয়েছে যে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতি মিথ্যা সাজা ভোগ করার পরও তাঁকে জেলে আটকে রাখা হয়েছে। আবার জেল থেকে ছাড়া পাবার পর পরই পথ থেকে তাঁকে আবারও গ্রেফতার করা হয়। এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ১৪ বছর বিভিন্ন মেয়াদে জেল খেটেছেন। সর্বসাকুল্যে ৪ হাজার ৬৮২ দিন তাঁকে কারাগারে থাকতে হয়েছে। কারাগারে থাকার কারণে পরিবারের সন্তানেরা অনেক সময় বঙ্গবন্ধুকে চিনতে পারতো না। বঙ্গবন্ধু তাঁর লেখা অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে জীবনের এমনই এক বাস্তব সত্য তুলে ধরেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যেহেতু সে সময় ছিলেন বড়, তাই পিতার এই আন্দোলন ও কারাগারে থাকা বুঝতে পারতেন। একবার বঙ্গবন্ধু কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে আসেন। শেখ কামাল তখন ছোট। শেখ কামাল শেখ হাসিনাকে গিয়ে বললো, আপু তোমার আব্বুকে বলো না আমাকে একটু কোলে নিতে। শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে থাকাতে শিশু সন্তানেরাও তাকে পিতা বলে চিনতে ভুলে গিয়েছিলো। কিন্তু সেটা ক্ষণিকের; পরবর্তীতে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ ও বাঙালির পিতা হয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু, বাংলাদেশ ও বাঙালিকে আলাদা করা সম্ভব নয়। একটি অপরটির পরিপূরক। একটি ছাড়া আরেকটি অস্তিত্বহীন। তাই জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামটির সঙ্গে পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, সংগ্রাম, সফল বিপ্লব আর মুক্তি সংগ্রাম গড়ে তুলবার ইতিহাস সম্পর্কিত। বঙ্গবন্ধু এই দেশ ও সমাজের এমনই এক পিতা যার স্বপ্নে শুধুমাত্র পৃথক রাষ্ট্র বাংলাদেশ গড়ে তোলাই লক্ষ্য ছিল না। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর আরাধনা আমরা গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে দেখি, যোগ্য পিতার ন্যায় তিনি মূখ্যত বাংলাদেশের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন চেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে কয়েকটি অভিধা রয়েছে। তিনি 'বঙ্গবন্ধু' 'বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি' 'জাতির পিতা'। এসব অভিধা কোনটিই তিনি নিজে যুক্ত করেননি। এসব হলো তাঁর কর্মময় জীবনের অর্জন। বাঙালি ভালাবাসা ও সম্মানের সাথে তাঁকে এই অভিধায় অভিহিত করেছে। 'জাতির পিতা' অভিধা অর্জনের মধ্য দিয়ে প্রমাণ পায় যে, প্রত্যেক বাঙালির সাথে বঙ্গবন্ধুর রয়েছে প্রগাঢ় অনুভূতির বন্ধন। তিনি বাংলাদেশ ও বাঙালির আত্মার মানুষ। বাঙালি তাঁকে আস্থা-বিশ্বাস-ভালবাসা ও নৈকট্যের সাথে মহান নেতা করে নিয়েছে বাংলাদেশ সৃষ্টির আগে থেকেই। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী দ্বারপ্রান্তে। বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম ধ্যানে-মননে নিয়ে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দারিদ্র্যমুক্ত আত্মমর্যাদাশীল সোনার বাংলা গড়ার মোক্ষম সময় এই জন্মবার্ষিকী। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বঙ্গবন্ধু বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ; বাঙালির হৃদয় ও অস্তিত্বে যেন বাংলারই প্রতিচ্ছবি, পবিত্র মুখশ্রী॥ ❑

মৃত্যুর ৪০ দিন

প্রয়াত অমল রিবেরু

জন্ম : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৩০ জানুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

শাশ্বত বিরাজিত তুমি

বাবা-ভাবতেই পারিনা যে তোমাকে এত তাড়াতাড়ি হারাতে হবে আমাদের বাবা ৩০ জানুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে আমাদের ছেড়ে চিরতরের জন্য না ফেরার দেশে চলে গেছেন। তোমার ঘর, তোমার পাদুকা, আজও সেই খানে আছে, তোমার চশমা সে তো ঠিক জায়গাই আছে শুধু নেই তুমি, বুকের মাঝে হাহাকার করে ওঠে তোমার কথা মনে হলেই মা যে তোমাকে একটি বারের জন্য ভুলতে পারেনা আজও তোমার জন্য ভাত বেড়ে বসে থাকে, সারা ঘরে তোমার কত স্মৃতি তোমার স্পর্শ তোমার ভালবাসার ডাক আর শুনতে পারবো না। আমার বাবা ছিলেন সৎ ও আদর্শ পিতা মৃত্যুকালে এবং শেষ কৃত্যে যারা আমাদের পরিবারকে নানাভাবে সাহায্য ও সহানুভূতি জানিয়েছেন তাদেরকে আমার পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাই।

প্রিয় পাঠক সকলের কাছে অনুরোধ আপনারাও আমার বাবার আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা করবেন।

শোকার্ত পরিবারবর্গ

স্ত্রী : শীমা শিশিলিয়া পালমা
ছেলে : সুজয় লেনার্ড রিবেরু
মেয়ে : শীথি জুলিয়েট রিবেরু
বাবা : প্রয়াত রাফায়েল রিবেরু
মা : প্রয়াত আন্না গমেজ

ভাই, ভাই-বৌ : অনল-কল্পনা, অজয়-শম্পা, ফাদার বিজয় রিবেরু
বোন, বোন জামাই : অঞ্জলি-সুশান্ত, রেখা-রবি, রিতা-কেনেট
ভাইপো-ভাইঝি : বর্ষণ, জয়, দিপু, দিপংকর, অনন্ত, রবার্ট
প্রত্যয়, তুহিন, রিয়েল, প্রেয়সী

গ্রাম : জয়রামবের, পোস্ট : বাগমাটিয়া
থানা : কালীগঞ্জ, জেলা : গাজীপুর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একান্ত দর্শন সমবায়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের মানুষের উন্নয়ন

এলড্রিক বিশ্বাস

সমবায়ের মাধ্যমে উন্নয়নের সম্পৃক্ততা মানেই সমবায় আন্দোলনকে জোরদার করা। গত ২ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার আগারগাঁও এ অবস্থিত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে (সাবেক চীন মৈত্রী সমিতি) বিকাল ৫টায় ৪৮তম সমবায় দিবস উপলক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেষ্ঠ সমবায় সমিতির পুরস্কার প্রদান করেন। এর আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ের বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন ও অনলাইনে সমবায় বাজারের মালামাল বিক্রির ওয়েবসাইট এর উদ্বোধন করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমবায়ীদের উদ্দেশে তাঁর ভাষণে-সমবায়ের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের জন্য যুগোপযোগী ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন- সমবায়ের কাজে যারা দক্ষ তাদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে, সৎভাবে তারা যেন কাজ করে তার উপর গুরুত্ব দিতে হবে। তবেই জাতির পিতার স্বপ্নের 'ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা' আমরা গড়ে তুলতে সক্ষম হব। ঐ বছরের সমবায় দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ে উন্নয়ন।' তিনি এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় 'বঙ্গবন্ধুর দর্শন, সমবায়ের উন্নয়ন'কে প্রাধান্য দিয়ে বক্তব্য রাখেন। 'স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ০৬ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে ঘোষণা করেন: ২০২০ খ্রিস্টাব্দের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্ম তারিখ থেকে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ পর্যন্ত মুজিববর্ষ পালিত হবে।'

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির মহান নেতা, স্বাধীনতার জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে প্রথমে লন্ডন যান, লন্ডন থেকে ভারত হয়ে বাংলাদেশে পদার্পণ করেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে এসে কি দেখতে পেলেন। যেখানে হাত দেন দেখেন শুধু সমস্যার পাহাড়। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হাল ধরলেন। তিনি বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়ে সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা দেখালেন। দেশ গড়ার কাজে সবাইকে আহ্বান জানান।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্ব-পরিবারে নিহত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুর দর্শন বা সমবায় বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা হারিয়ে যায়। কর্তব্যের খাতিরে সমবায় মন্ত্রণালয় ও দপ্তর কাজ করে গেছে।

২০০৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয়বার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র সরকার গঠনের পর তিনি লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করেন। সেই লক্ষ্যমাত্রায় বিভিন্ন কাজের সাথে বঙ্গবন্ধুর সমবায়ের দর্শনকে গুরুত্ব দেয়া হয়। বঙ্গবন্ধুর দর্শন কি ছিল। বঙ্গবন্ধুর দর্শন হল- অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মুক্তি।

আজকের বাংলাদেশে আমরা কি দেখি। বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশকে স্বনির্ভর করে গড়ে তুলছেন। একসময় চালসহ বহু ব্যবহার্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি/ সামগ্রী আমদানী করতে হত তা এখন উল্টো পথে হাঁটছে। যে সকল চিন্তাধারা অসম্ভব ছিল তা সম্ভব হয়েছে। স্বপ্নের পদ্মাসেতু দিনকে দিন দৃশ্যমান হচ্ছে। কাঙ্ক্ষিত মেট্রোরেল এখন কল্পনা নয় বাস্তব তা বাংলাদেশের আপামর জনগণ বুঝতে পারছে। মানুষের গড় আয়ু যেমন বেড়েছে তদ্রূপ মাথাপিছু আয়ও বেড়েছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে শীঘ্রই পরিচিত হয়ে ওঠবে। খাদ্যের অভাব নেই, খাদ্যের মধ্যে বৈচিত্র্যতা এসেছে। রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে।

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গবন্ধু সংসদে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন- "আমি বাঙালি জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে দেখতে চাই না। আমি চাই আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসেবে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এজন্য দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।"

বঙ্গবন্ধু ছিলেন দূরদর্শী মহাচিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব। সমবায়ের অগ্রণী চিন্তায় থাকতেন। সেই সময়ে অর্থাৎ স্বাধীনতা উত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশে যখন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশে যেখানে তাকায় শুধু হাহাকার। একদিকে মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রায় গ্রামবাসীর ঘর পুড়ে গেছে সেই দৃশ্য, অপরদিকে শহীদ পরিবারের স্বজন হারানোর কান্না, ধর্মীয় পরিচয়ের বাইরে বাংলাদেশের মানুষ হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে একে অপরকে যার যা সামর্থ আছে তাই দিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছে। কৃষি, খামার, মিল-কারখানা, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক সংকটকে সাহসের সাথে মোকাবেলা করতে বঙ্গবন্ধু সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। তিনি সমবায়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে প্রাধান্য দিয়েছিলেন। সমবায়ের ৭টি শর্ত: ঐক্যবদ্ধতা, বিশ্বস্ততা, স্বচ্ছতা, শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, সহযোগিতা ও সম্প্রীতি, সামাজিক নিরাপত্তা যেন নিশ্চিত হয়।

বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর বক্তব্য থেকে আমরা পাই-

"কো-অপারেটিভও আমি প্রতিটি গ্রামে করতে চাই। বাঙালি কো-অপারেটিভ। যাকে বলা হয় মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ। কো-অপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট আছে, ওটা থাক, ওটা চলুক। আমি এটার নাম দিয়েছি স্পেশাল কো-অপারেটিভ। যেটা একটি ডিস্ট্রিকে একটি করে করতে হবে। সেটা হবে মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ, একটা করে স্যাম্পল করে আমরা অগ্রসর হবো। ইনশাআল্লাহ্ তারপর আর কোন অসুবিধা হবে না। একবার যদি একটা ডিস্ট্রিকে একটা কো-অপারেটিভ মানুষ দেখে, এই দেশের মানুষ এই উপকার হয়েছে, তা হলে আপনাদের আর কষ্ট করতে হবে না। তারা নিজেরাই এসে বলবে, আমাদের এটা করে দাও। কাজের জন্য আসতে হবে ময়দানে। আপনাদের কাজ শিখতে হবে। সেই জন্য আমার কো-অপারেটিভ। কাজ শিখতে চান, যদি ভবিষ্যৎ অন্ধকার করতে না চান, তাহলে কো-অপারেটিভ সাকসেসফুল করুন।"

এজন্য বঙ্গবন্ধু গ্রাম বাংলায় গ্রাম সমবায়

সমিতি করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম সমবায় গঠনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর ভাষণের আর একটি অংশ-

"নিউ সিস্টেম করতে হবে। সেই জন্য আমি কো-অপারেটিভে গিয়েছি। আমি খোদাকে হাজের-নাজের মেনে কাজ করি। চুপি-চুপি, আস্তে-আস্তে মুভ করি। সেই জন্য আমি বলে দিয়েছি, ৬০টা থেকে ৭৫টা কি ১০০টা কো-অপারেটিভ করবো।" *(সূত্র: বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ; শিকদার আবুল বাশার সম্পাদিত)*

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২২ নভেম্বর, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে আগারগাঁওস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ৪৭তম জাতীয় সমবায় দিবসের ভাষণে বলেছেন- "সরকারের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমবায় সম্ভাবনাময় শক্তি। সমবায়ের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে সমবায় সহায়ক শক্তি হতে পারে। দেশের উন্নয়নকে তরান্বিত করার ক্ষেত্রে সমবায় একটি পরীক্ষিত কৌশল।" *(সূত্র: সমবায় বার্তা, ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে)*

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বিপ্লব বা সবুজ বিপ্লবের ডাকে তাঁর ভাষণ ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেন-

"সমাজ ব্যবস্থায় যেন ঘুণ ধরে গেছে। এই সমাজের প্রতি চরম আঘাত করতে চাই- যে আঘাত করেছিলাম পাকিস্তানীদের। সে আঘাত করতে চাই এই ঘুণেধরা সমাজ ব্যবস্থাকে। এই যে নতুন সিস্টেমে যেতে চাচ্ছি আমি, গ্রামে গ্রামে বহুমুখী কো-অপারেটিভ করা হবে। ভুল করবেন না। আমি আপনাদের জমি নেব না। ভয় পাবেন না যে জমি নিয়ে যাব, তা নয়। পাঁচ বছরের প্ল্যান। এই বাংলাদেশের ৬৫ হাজার গ্রামে কো–অপারেটিভ হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে গ্রামে এই কো-অপারেটিভ- এ জমির মালিকের জমি থাকবে। কিন্তু তার অংশ যে বেকার, প্রত্যেকটি মানুষ, যে মানুষ কাজ করতে পারে, তাকে অপারেটিভের সদস্য হতে হবে। এগুলো বহুমুখী কো-অপারেটিভ হবে। পয়সা যাবে তাদের কাছে, ওয়ারকার্স প্রোগ্রাম যাবে তাদের কাছে। আস্তে-আস্তে ইউনিয়ন কাউন্সিলর টাউটারদের বিদায় দেয়া হবে, তা না হলে দেশ বাঁচানো যাবে না। এজন্যই ভিলেজ কো-অপারেটিভ হবে। আমি ঘোষণা করছি আজকে যে, পাঁচ বছরের প্ল্যানে প্রত্যেকটি গ্রামে পাঁচশত থেকে হাজার ফ্যামিলি পর্যন্ত নিয়ে কম্পলসারি কো-অপারেটিভ হবে।" *(সূত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নির্বাচিত ভাষণ, চতুর্থ খ-, ড. এ এইচ খান, পৃষ্ঠা-১৮৭)*

খ্যাতিমানদের সমবায় বিষয়ে ভাবনা বিষয়ে আমরা পাই-

"ছোট-ছোট চাষীদের অবশ্যই উৎপাদনক্ষম করে তুলতে হবে। একথা মনে রেখে আমরা পল্লী এলাকায় সমবায় ব্যবস্থার ভিত্তিতে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করতে চেষ্টা করছি। এর ফলে চাষিরা কেবলমাত্র আধুনিক ব্যবস্থার সুফলই পাবে না, বরং সমবায়ের মাধ্যমে সহজ শর্তে ও দ্রুত ঋণ পাওয়া সম্ভব হবে। এই সাথে আমাদের উদ্দেশ্য হলো ভূমিহীন ও স্বল্প জমির অধিকারী চাষিদের জন্য ব্যাপক পল্লী পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করা।" *(সূত্র: ২৬ মার্চ, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ জাতির উদ্দেশে বঙ্গবন্ধুর বেতার ভাষণ)*

১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু বলেন-"আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে, এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেন না সমবাযের পথ, সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।"

সমবায়কে ঘিরে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর উক্তি বা সমবায় সঙ্গীত

"ও'রে নিপীড়িত, ও'রে ভয়ে ভীত, শিখে যা আয়রে আয়,
দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র, সমবায় সমবায়।
(কাজী নজরুল ইসলাম, নজরুল রচনাবলী, বাংলা একাডেমী)

কবি কামিনী রায় এর সমবায়ের উক্তি

"সকলের তরে সকলে আমরা,
প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।"

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন বলেছেন-

'We all do better when we work together. Our differences do not matter but our common humanity matters more.'

ড. আকতার হামিদ খান এর সমবায় চিন্তা-

"আপনারা যারা শ্রমিক, যারা ভিন্ন ভিন্ন থাকায় দূরবস্থায় পড়েছেন তারা একত্র হোন, আর আপনাদের টাকা পয়সা একত্র করেন। পুঁজি সৃষ্টি করেন। যখন পুঁজি আর শ্রমের যোগ দিবেন তখন আপনাদের মতো আর শক্তিশালী কেউ থাকবে না।"

'ক্রেডিট ইউনিয়নে কোন অসৎ ব্যক্তির স্থান নেই'- **ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি।**

ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি, একজন হলিক্রস সম্প্রদায়ের কাথলিক মিশনারী, এদেশে ক্রেডিট ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রদূত যিনি ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকার লক্ষীবাজারে দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন অব ঢাকা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কানাডার এন্টিগনিসে গিয়ে ঐ বৎসর হাতে কলমে ক্রেডিট ইউনিয়ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে সমবায়ের জন্য কাজ করেন। তাঁর হাতে গড়া দি কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লীগ অব বাংলাদেশ (কাল্‌ব) একটি কো-অপারেটিভ ফেডারেশন যার সাথে প্রায় ১০০০ ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পৃক্ত।

বাংলাদেশে সমবায় সমিতির কার্যক্রম ক্রমান্বয়ে জোরদার হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ প্রকল্প 'একটি বাড়ি, একটি খামার' এর মাধ্যমে এ পর্যন্ত অসংখ্য অসহায়, নিঃস্ব পরিবার ঠিকানা পেয়েছে। চলমান এ প্রকল্পের জন্য ধনী-গরীবের ব্যবধান কমে যাচ্ছে। এছাড়া দেশব্যাপী সমিতিগুলো যেমন-ক্রেডিট ইউনিয়ন, বহুমুখী সমিতি, গৃহায়ন সমিতি, যুব সমিতি, মহিলা সমিতি, মুক্তিযোদ্ধা সমিতি, তাঁতী সমিতি, কৃষক সমিতি, দিন-মজুর সমিতিসহ আরো অনেক সমিতি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

বঙ্গবন্ধুর চিন্তা-চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের জন্য। যদিও কিছু সাময়িক বিচ্ছিন্ন ঘটনা যেমন পেয়াজ সংকট, লবণ সংকট, ফেইসবুকে গুজবসহ সরকারী রাজনীতির ধ্বজাধারী কতিপয় নেতার, সমর্থকের কর্মকাণ্ডে সরকার বেকায়দায় পড়ছে, তবুও উন্নয়নের চাকা থেমে নেই। বঙ্গবন্ধু যে স্বপ্ন দেখতেন, বাংলার মানুষ খাদ্য পাবে, বস্ত্র পাবে, চিকিৎসা পাবে, শিক্ষা পাবে, বাসস্থান পাবে তা আর অলীক নয়, শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের সিঁড়িতে ধাপে-ধাপে সব স্বপ্ন পূরণ হচ্ছে। ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সরকারের ক্ষমতার ধারাবাহিকতায় শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়নের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সাফল্য এনে দিয়েছে। বর্তমান সরকারের শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে শুধু সমবায় নয় সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি ধুয়ে মুছে যাক। উন্নয়নশীল দেশের যাত্রা চলমান থাকুক এই প্রত্যাশা রাখছি॥ ❑

ঐশ ইচ্ছা পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সাধু যোসেফ

নোয়েল গমেজ

সাধু যোসেফ একজন আদর্শ পালক। যিনি ছিলেন সৎ, মহৎ, শুদ্ধমনের পরিচায়ক, পরিশ্রমী মহাপুরুষ। পবিত্রতার কোমল ভালবাসা ছিল তাঁর অন্তরে। তিনি ছিলেন যিশুর পালক পিতা, আদর্শ পিতা সাধু যোসেফ।

পরিবার সমাজ ও মণ্ডলীর প্রাণ। পরিবার নামক এই আদি প্রতিষ্ঠানটিকে গতিশীল ও জীবন্ত রাখতে পরিবারের সকল সদস্যদেরই সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। তবে সাধারণভাবে

একটি পরিবারে সদস্যদের ভরণপোষণ, রক্ষণাবেক্ষণ, স্নেহ-যত্ন ও ভালবাসা মিশ্রিত সঠিক পরিচালনা দান করার মধ্য দিয়ে পিতা হয়ে ওঠেন। খ্রিস্টমণ্ডলীতে সাধু যোসেফ তেমন একটি ব্যক্তিত্ব। তিনি আদর্শ পিতা, যিনি সর্বাবস্থায় স্ত্রী ও সন্তানকে আগলে রেখেছেন। এই আদর্শ পিতা সাধু যোসেফের পার্বণ পালন করা হয় ১৯ মার্চ। নম্রতায় ও সাধুতায় দৃঢ়, ধার্মিক, ঈশ্বর নির্ভরশীল সাধু যোসেফ যিশু ও মারীয়াকে লালন-পালন করেছেন এবং তাদেরকে বহুবিধ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। সাধু যোসেফ একাধারে আদর্শ পিতা ও স্বামী, অন্যদিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে সদা প্রস্তুত এক ব্যক্তি। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করেই পবিত্র পরিবারকে প্রতিপালন করেছেন। সাধু যোসেফ ছিলেন নাজারেথ শহরের একজন যুবক ছুতোর মিস্ত্রী। পরিবারের সমস্যা সংকট সাধু যোসেফ ধীর চিত্তে মোকাবেলা করেছেন। যোসেফ ছিলেন দয়ালু ও ধর্মনিষ্ঠ মানুষ।

স্বপ্নে তিনি দেখলেন এক স্বর্গদূত তাঁকে বলছেন, দাউদ-সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে ঘরে আনতে ভয় করো না, কারণ সে যে সন্তান-সম্ভবা, তা পবিত্র আত্মার প্রভাবে-*(মথি ১ঃ১৮-২৪)*। দূতের এই আদেশ পেয়ে তিনি মারীয়াকে ঘরে আনলেন। কোন প্রকার অজুহাত দাঁড় করালেন না। বরং বিশ্বস্তভাবেই দূতের এই আদেশ নীরবে মাথা পেতে নিলেন। আমাদের মর্ত জগতের দৃষ্টিতে ব্যাপারটি বিস্ময়কর বটে। সাধু যোসেফ ছিলেন পুরোপুরি আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ। তিনি জীবনভর পালন করে গেছেন প্রভুর আদেশবাণী। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পছন্দ সবই তিনি ঢেলে দিয়েছেন প্রভুর চরণতলে। তাই তিনি তাঁর মহৎ কর্মগুলো বিশ্বস্তভাবে যতই একান্ত নিভৃতে করে যান না কেন, সেগুলো ধীরে-ধীরে সকল বিশ্বাসীর কাছে আলোকরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে। একটি বিষয় আবাক করার মতো যে, পবিত্র বাইবেলে সাধু যোসেফের কোন ভাষ্য নেই। তিনি যে চিরকালই একজন নীরব মানুষ; কর্মই যেন তার হয়ে কথা বলে। বস্তুত গভীর নীরবতা হল একজন ধ্যানী, সুখী ও জ্ঞানী মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সাধু যোসেফ গভীর ধ্যানময়তায় ঈশ্বরের কথা শুনেছেন এবং নিজের ইচ্ছার তাড়না বা কথাকে এড়িয়ে গেছেন। ফলে তিনি আজীবন ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই নিজের জীবনে প্রতিফলিত করেছেন। রাজা হেরোদের হাত থেকে যিশুকে বাঁচানোর জন্য যোসেফকে স্বর্গদূত সাহায্য করে। স্বপ্নে তিনি দেখলেন, এক স্বর্গদূত বলেন-যোসেফ ওঠ! শিশুটিকে আর তাঁর মাকে (মারীয়াকে) সঙ্গে নিয়ে মিশর দেশে পালিয়ে যাও তুমি, আর আমি কিছু না বলা পর্যন্ত সেখানেই থাক! *(মথি ২ঃ১৩)* রাজা হেরোদের নিষ্ঠুর সৈন্যদল দুই বৎসরের কম বয়সী শিশুদের মেরে ফেললেন। সাধু যোসেফের প্রেমপূর্ণ যত্নে যিশু নিরাপদে হেরোদের নৃশংসতার হাত থেকে বেঁচে গেলেন। হেরোদের মৃত্যু সংবাদটিও যোসেফ দূতের মুখে শুনে, পুনরায় নাজারেথে ফিরে এলেন। বেথ্‌লেহেম থেকে মিশর দেশের দূরত্ব ছিল ৬৯০ কিলোমিটার। সাধু যোসেফকে এই দূরত্ব বিনা বাক্য ব্যয়ে অতিক্রম করতে হয়েছিল।

দীর্ঘমরু ও পাহাড়ী পথ সহজসাধ্য ছিল না। আবার ছিল মিশর দেশে গিয়ে টিকে থাকার জীবন সংগ্রামের এক অনিশ্চয়তা। সাধু যোসেফের জীবনে এটি ছিল বিরাট চ্যালেঞ্জ। তাই সাধু আগষ্টিন বলেছেন, "বাধ্যতা উৎসর্গের চেয়েও বড়।"

এ কথাটির সুন্দরতম ছবি আমরা দেখতে পাই সাধু যোসেফের জীবনে। সাধু যোসেফ প্রকৃতপক্ষেই আমাদের সামনে একজন মহৎ ব্যক্তি ও আদর্শ পিতা। ধন্য সাধু যোসেফ, যেহেতু খুব কঠিন মুহূর্তে তিনি ঈশ্বরের কথায় সাড়া দিয়েছেন। ঈশ্বর যখন নিজেকে প্রকাশ করেছেন, বিশ্বাসের আনুগত্য তাঁরই প্রাপ্য বিশ্বাসের বাধ্যতার দ্বারা মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের সম্পূর্ণ সত্তাকে ঈশ্বরের কাছে অর্পণ করে, ঈশ্বর যিনি নিজেকে প্রকাশ করেন। সাধু যোসেফেরও ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস ছিল। আর এই কারণেই পবিত্র পরিবারকে রক্ষা করার দায়িত্বভার এই মহান সাধু যোসেফকে দিলেন।

পবিত্র বাইবেলে বর্ণিত আছে, সাধু যোসেফ ছিলেন একজন ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তি। যিনি ঈশ্বরের প্রতি ছিলেন বাধ্য ও বিশ্বস্ত। সাধু মথি লিখিত মঙ্গলসমাচারের *(১ ঃ ১৯-২১, ২৪)* পদে তা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই। সাধু যোসেফ ছিলেন গভীর ঈশ্বরবিশ্বাসী। তিনি ছিলেন পবিত্র পরিবারের প্রধান। তিনি দীর্ঘ সময় তাঁর ছোট কাঠের কারখানায় কাজ করতেন, যেন যিশু ও মারীয়াকে যা প্রয়োজন, তা দিতে পারেন। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে পোপ নবম পিউস সাধু যোসেফকে বিশ্ব মণ্ডলীর প্রতিপালক বলে ঘোষণা দেন। তিনি ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন বলেই, পবিত্র পরিবারের রক্ষক, আদর্শস্বামী, আদর্শ পিতা হিসেবে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। আলোকিত চেতনায় সাধু যোসেফ আমাদের হৃদয়-মন পূর্ণ করে রাখুন, এই আমাদের প্রার্থনা॥ ❑

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু

শেখ মুজিবুর রহমান (তুমি)
বাংলার আকাশে বাতাসে
সকল মানুষের হৃদয়ে
তুমি চির অম্লান। (২)
শেখ মুজিবুর রহমান (তুমি) (২)
তোমার জীবন দর্শনে
ছিল সকলের মুক্তি, মুক্তি
একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধে
যোগালে তুমি সাহস-শক্তি, শক্তি।
তোমার শত জন্ম বার্ষিকীতে
জানাই তোমায়, হাজার সালাম। (৩)
শেখ মুজিবুর রহমান (তুমি) (২)
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে
সকল মানুষকে করেছ আহ্বান
তোমার জীবনে স্বপ্ন ছিল
বাংলার মানুষেরই কল্যাণ, কল্যাণ।
নতশিরে জানাই তোমায় (মোরা)
হৃদয়ের শ্রদ্ধা-প্রণাম, প্রণাম (৩)।
শেখ মুজিবুর রহমান (তুমি) (২)

কথা ও সুরঃ ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

আদর্শ ও দায়িত্বশীল পিতা সাধু যোসেফ

সিস্টার মেরী অমিয়া এসএমআরএ

ঈশ্বরের পরিকল্পনাতে যোসেফ ও মারীয়া , মানব মুক্তির ইতিহাসে বিশেষ স্থানে আছেন। জাগতিকভাবে সন্তানের দেখাশোনার দায়-দায়িত্ব নেওয়ার জন্য একজন জাগতিক পিতার উপস্থিতি প্রয়োজন আছে। তাই পিতা ঈশ্বর একজন ঈশ্বরভক্ত, ধার্মিক, সৎ, ধর্মনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত দায়িত্বশীল দায়ুদ বংশীয় যুবককে বেছে নিলেন। এ যুবকই হলেন যোসেফ। অতি সাধারণ একজন মানুষ। তিনি ছিলেন অত্যন্ত সহজ-সরল নম্র, ধার্মিক, ঈশ্বরভক্ত ও সেবক। পেশায় তিনি ছিলেন ছুতোর মিস্ত্রী। যোসেফ ছিলেন গালীল প্রদেশের নাজারেথ শহরের লোক। মারীয়াও ছিলেন সেই একই শহরের অধিবাসী এবং উভয়েই ছিলেন দায়ুদ বংশের লোক। যোসেফের সাথে মারীয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তাদের পরস্পরের মধ্যে সামাজিকভাবে বাগদান হলেও মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ঘরে আনা হত না। তবে তাদের দাম্পত্য জীবন শুরু করার আগেই দেখা গেল মারীয়া গর্ভবতী। বাগদত্তা বধূ মারীয়া অন্তঃসত্ত্বা শুনে যোসেফ চিন্তা করে কূল পাচ্ছিলন না। তিনি ভাবছেন এটা কী করে হল? তাই তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেলেন। যোসেফ চিন্তা করছেন পিতৃ পরিচয়হীন এই শিশুটিকে তারই বংশধর বলে স্বীকৃতি দেওয়া শাস্ত্র বিধি-বিধান বিরুদ্ধ কাজ। অন্যদিকে সন্তানসম্ভবা মারীয়াকে অবিশ্বস্ত বলে মনে করাও তার পক্ষে সম্ভব ছিলনা। শুরু হল যোসেফের অন্তর্দ্বন্দ্ব যন্ত্রণা, কারণ মারীয়াকে তিনি খুব ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, তাঁর দেহ-মন আত্মার সৌন্দর্যের প্রশংসায় মুখরিত থাকেন। মারীয়াকে সর্বদা সুখী রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ধর্মনিষ্ঠ দয়ালু যোসেফ মারীয়াকে ছাড়তে চাচ্ছেন না; কিন্তু চিরকাল ধর্মকে মাথায় রেখে সে ন্যায়ের পথে চলেছে, সে এই অঘটনই বা মেনে নেয় কী করে? তাই অঙ্গীকারের বন্ধন ছিন্ন না করে উপায় নেই, তবে সমাজে মারীয়ার অপমানের কথা ভেবে ঠিক করলেন মারী-য়াকে ত্যাগ করবেন। কেননা যোসেফ ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ও বাধ্য অপরদিকে ইহুদী আইনের প্রতিও বিশ্বস্ত এবং বাধ্য ছিলেন।

ভগবানের দূত রাতে স্বপ্নে যোসেফকে দর্শন দিয়ে সমস্যার সমাধান করে দেন। তিনি বললেন, দাউদ সন্তান যোসেফ, তোমার স্ত্রী মারীয়াকে ঘরে আনতে ভয় করো না, কারণ সে-যে সন্তান-সম্ভবা হয়েছে তা পবিত্র আত্মারই প্রভাবে। সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেবে, তুমি তাঁর নাম রাখবে যিশু, কারণ তিনিই আপন জাতির মানুষকে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করবেন।

যন্ত্রণাহত যোসেফের ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রভুর দূত তাকে যেমন আদেশ দিয়েছিলেন, নির্দ্বিধায় ঈশ্বরের পরিকল্পনার বিষয়টি অবগত হয়ে মারীয়াকে নিজ স্ত্রী রূপে গ্রহণ করলেন। এখন আর যন্ত্রণা নেই, এখন যোসেফের চারদিকে আনন্দ-নির্ঝর, দ্বিধা-দ্বন্দ্বও নেই, আছে শুধু হৃদয়ের জাগরণ, লোক-ভয়ও নেই-আছে কেবল জীবনের জয়ধ্বনি।

শিশুর জন্মের পর আটদিন গত হলে যোসেফ ঈশ্বরের দেওয়া নামটি "যিশু" রাখলেন। যোসেফ প্রত্যক্ষভাবে পিতা না হলেও পরোক্ষভাবে পিতা হয়ে তিনি ভাগ্যবান হলেন। এখন যিশুর প্রতি ও মারীয়ার প্রতি তাঁর দায়িত্ব বেড়ে গেল।

মঙ্গলসমাচারে যোসেফের কথা বেশি কিছু নেই তবুও আমরা যতটুকু জানতে পারি মাতা মণ্ডলী যিশু ও মারীয়ার পরেই যোসেফকে অনেক বড় ও মহান স্থান দান করেন। কেননা যিশুর জন্মলগ্ন থেকে তিনি যতই আশ্চর্য হোন না কেন পরবর্তীতে মারীয়াকে ও শিশু যিশুকে নানাভাবে রক্ষা করেন। কেননা যোসেফও প্রাচীনকালের প্রবক্তাদের বাণী শুনেছেন-মুক্তিদাতা মশীহ্ এ পৃথিবীতে আসবেন এক কুমারীর গর্ভে এবং তিনি মানুষের পাপমুক্ত করে উদ্ধার করবেন। কাজেই এই শিশুই সে-ই তিনি যার আসার কথা এবং আমাদের সঙ্গে ঈশ্বর আছেন বলে দূত তাঁকে বলেছিলেন। তিনি এসব ঘটনা ঈশ্বর সম্পর্কীয় মনে করে নিলেন। সেই জন্য এ শিশুকে লালন পালনের দায়-দায়িত্ব ও যত্ন করার কাজটি সুন্দর ও বিশ্বস্তভাবে করেছেন। কেবল তাই নয় একজন আদর্শ ও দায়িত্বশীল পিতা হিসাবে পিতা ঈশ্বরের পাশাপাশি তিনি যিশুকে জ্ঞানে বয়সে, দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে এবং জাগতিক শিক্ষা-দীক্ষা ও সুন্দর সামাজিক-জীবন-যাপন করতে সাহায্য-সহযোগিতা করলেন।

মঙ্গলসমাচারের আলোকে যোসেফকে দেখতে পাই, তিনি নানাভাবে স্ত্রী মারীয়াকে অনেক সেবা-যত্ন করেছেন। যোসেফের দায়িত্বসমূহ বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয়-যোসেফ ও মারীয়া উভয়ই দাউদ বংশের সন্তান বলে সম্রাট আগস্টাসের আদেশ অনুযায়ী তাঁরা লোক গণনায় নিজেদের নাম অর্ন্তভুক্ত করার জন্য বেথলেহেমে যান। প্রসব বেদনায় কাতর মারীয়ার জন্য যোসেফের মায়া হয়। তিনি খুঁজে ভাল স্থান না পেয়ে এক গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেয়। সেখানে ত্রাণকর্তা মুক্তিদাতার জন্ম হয়। যোসেফ শঙ্কিত হলেও মারীয়া শিশু যিশুর জন্য ভরসা হন যোসেফ।

শিশুর জন্মের পর যোসেফের কর্মব্যস্ততা আরও বেড়ে যায়। শিশুর জন্মের আটদিন পর ঈশ্বরের দেওয়া নামটি 'যিশু' রাখা হল। শাস্ত্রীয় বিধান অনুসারে, ছেলে শিশুর জন্ম হলে চল্লিশ দিন পর যোসেফ ও মারীয়া এবং যিশুকে নিয়ে যান জেরুশালেম মন্দিরে উৎসর্গ করতে। দূতের কাছ থেকে দর্শনে আদিষ্ট হয়ে ঘাতক হেরোদের হাত থেকে রক্ষা করতে যোসেফ, যিশু ও মারীয়াকে নিয়ে কোন ইতস্ততঃ না করেই দূতের বাধ্য হয়ে মিশরে নিয়ে যান। পুনরায় দূতের কাছ থেকে হেরোদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে যোসেফ, যিশু ও মারীয়াকে নিয়ে ফিরে আসেন নাজারেথে। যেন শাস্ত্রবাণী পূর্ণ হয় তিনি নাজারেথীয় নামে পরিচিতি লাভ করবেন। দিনে-দিনে যোসেফের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। নাজারেথের ছোট্ট কুটিরে সোনার ছেলেকে নিয়ে মারীয়া ও যোসেফ পবিত্র ও একটি আদর্শ পরিবার গঠন করে সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বিষাদে, ভালবাসায় গড়া প্রতিটি মুহূর্ত ঈশ্বরের ইচ্ছায় ও পরিকল্পনামত দিন কাটাতে থাকেন।

ইহুদী সমাজের নিয়ম অনুযায়ী সব কিছুই তারা মেনে চলেছেন। পিতা হিসেবে যিশুকে তিনি খুব যত্ন ও ভালবাসা দিয়ে বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছেন। যিশুর প্রতি প্রত্যেকটি বিষয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন। মাতা মেরী এসব দেখতেন আর মনে-মনে আনন্দিত হতেন। তারা উভয়েই যিশুকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসতেন, সেবা-যত্ন করতেন, আদর স্নেহ দিতেন ও সর্বদা নিরাপদে রাখতে চেষ্টা করতেন।

ইহুদী প্রথানুসারে ছেলের বয়স ১২ বৎসর হলে তাকে সাবালক বলে গণ্য করা হত। তখন থেকেই মোশীর বিধানের সমস্ত নিয়মনীতি, ধর্মীয় আচার মেনে চলতে হয়। যোসেফ এসব নিয়ম জানেন ও মানেন। তাই যিশুর ১২বছর বয়সে প্রকাশ্যে জেরুশালেমে নিস্তার পর্ব পালন করতে যোসেফ ও মারীয়া তাঁকে নিয়ে সেখানে যান। পর্ব শেষে ফিরে আসার সময় দেখেন তাদের সাথে যিশু নেই। উতলা হয়ে যোসেফ ও মারীয়া ভীড়ের মধ্যে খুঁজতে থাকেন। কোথাও না পেয়ে পিতামাতা ব্যাকুল হয়ে জেরুশালেমে ফিরে যান। অবশেষে তাঁকে পণ্ডিতদের মধ্যে তত্ত্ব আলোচনায় রত দেখতে পান। বিস্ময়ে ও আনন্দে মারীয়া অভিভূত হয়ে বলেন- তুমি এখানে? তোমার বাবা আর আমি তোমাকে পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছি। বাধ্য যিশু পিতা-মাতার সাথে বাড়িতে ফিরে আসেন এবং নিজেদের কাজে মন দেন। যিশু বাবা-মাকে বাড়িতে নানা কাজে সাহায্য করতেন।

যোসেফ ছিলেন পেশায় কাঠ মিস্ত্রি। নিজের ছেলেকে এ পেশায় দক্ষ করে তুললেন যেন নিজের জীবিকা নিজেই নির্বাহ করতে পারে। যোসেফ একজন আদর্শ ও দায়িত্বশীল পিতা হয়ে যেমন ছেলেকে ভালবাসেন, আদর-যত্ন করেন, ছেলেও পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি সম্মান করেন এবং সর্বদা বাধ্য থাকেন।

যোসেফ যিশুর শিক্ষা-দীক্ষা গ্রহণের জন্য সমাজগৃহে পাঠাতেন। সেখানে যেন ঈশ্বর ইয়াওয়ের সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হন। মানবীয় বিচার-বুদ্ধিতে যা প্রয়োজন যোসেফ পিতা হিসেবে তা যিশুকে শিখিয়েছেন ও বুঝতে দিয়েছেন। যোসেফ জানতেন যিশু কীভাবে তাঁর জীবন-যাপন চালাবেন তবুও তার নিজের যা করণীয় তা তিনি দায়িত্ব নিয়েই করেছেন।

যিশু ভালভাবেই জানতেন যে যোসেফ পৃথিবীতে স্বর্গীয় পিতার স্থান নিয়েছেন। যোসেফও জানতেন যে যিশু ঈশ্বরের শক্তিশালী পুত্র, যার লালন-পালনের ভার তার উপর ন্যস্ত হয়েছে। যোসেফ এসব জানার পরও মারীয়া এবং যিশুর প্রতি আচার-ব্যবহারে, চালনায় কোন ত্রুটি করেন নি। সত্যিই যোসেফ ছিলেন একজন আদর্শ ও দায়িত্বশীল পিতা॥ ❑

একটি নক্ষত্র

সিস্টার মেরী নিবেদিতা ও প্রশান্ত এসএমআরএ

আর্চবিশপ মাইকেল, একটি নাম, একটি অন্যান্য ব্যক্তিত্ব, একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি, একজন সুদক্ষ নেতা, যিনি তার কাজ, মিষ্টি কথা, মধুর হাসি, তার অমায়িক ব্যবহার, দক্ষ পরিচালনা, পিতৃবৎ স্নেহপূর্ণ ভালবাসা, সুশাসন, সর্বোপরি তার জীবন আদর্শ দিয়ে সুদূর স্বর্গপুরীতে থেকেও একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হয়ে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে আলো বিকিরণ করে যাচ্ছেন।

আর্চবিশপ মাইকেলের কথা বলতে গেলে নিজেকে খুব হীন মনে হয়। কারণ তার জ্ঞান, মানবতাবোধ, আধ্যাত্মিকতা, মানুষের জন্য তার ভালবাসা এত গভীর ছিল যে, তার নাগাল পাওয়া দায়। তার সম্বন্ধে বলে কখনো শেষ করা যাবে না। তিনি যখন কথা বলতেন, তার কথার মধ্যে কেমন যেন একটি রহস্যময় গাম্ভীর্যের ভাব ফুটে উঠত। কখনো তিনি গাম্ভীর্য ভাব নিয়ে কথা বলতেন, আবার কখনো বিভিন্ন ছন্দ মিলিয়ে, আবার কখনো চুট্‌কি ও খনার বচনের মধ্য দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করতেন। তিনি এমন একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন, যিনি দীর্ঘ ২৭ বছর ধরে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে দক্ষতার সাথে পরিচালনা দিয়ে গিয়েছেন। তাকে একটি নারিকেল অথবা একটি কাঠবাদামের সাথে তুলনা করা যায়। একটি নারিকেল পরপর দুটো আবরণে আবৃত থাকতে দেখা যায়। কিন্তু এই কঠিন আবরণ দু'টি ভেদ করতে পারলে তার ভিতরের সুস্বাদু খাদ্যের সন্ধান মিলে। তেমনি ছোট্ট একটি কাঠবাদামের শক্ত খোসা দু'টি ছাড়িয়ে নিতে পারলে তা থেকেও সুস্বাদু শাস বেরিয়ে আসে। তাঁর জীবনকালে তার সংস্পর্শে আসার যাদের সৌভাগ্য হয়েছে, তারা সেই নারিকেল ও কাঠবাদামের মত তার ভিতরের সেই সুন্দর ও পবিত্র মানুষটির সন্ধান পেয়েছে।

তিনি ছিলেন পরোপকারী; পরিচিত, অপরিচিত যেকোন ব্যক্তিকে সাহায্যের ব্যাপারে খুবই তৎপর ছিলেন। রাস্তাঘাটে কোন পরিচিত বয়স্ক মানুষকে দেখলেই ড্রাইভারকে গাড়ী থামাতে বলতেন, আর সেই লোককে জিজ্ঞেস করতেন, "কোথায় যাবেন? চাইলে আমার গাড়ীতে আসতে পারেন। জায়গা হচ্ছে না? মুড়ির টিনের মত একটু ঝাকা দেন, জায়গা হয়ে যাবে।" তিনি ছিলেন দরদী, যে কোন অবস্থায় মানুষকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতেন। বিশেষ করে রোগীদের জন্য তার ছিল বিশেষ সহানুভূতি; কারো অসুস্থতার কথা শুনলেই তিনি সঙ্গে-সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন, প্রয়োজনে আর্থিক সাহায্য দানেও তার কোন কার্পণ্য ছিল না। কারো কোন অসুবিধার কথা জানতে পারলেই সঙ্গে-সঙ্গে সিস্টার নিবেদিতাকে ফোন করে বলতেন, "আপনি এখনই গিয়ে দেখেন আর আমাকে জানান। আমিও দেখতে যাব।" এভাবে তিনি হাসপাতালে, মানুষের বাড়িতে গিয়ে রোগীদের দেখতেন ও আশীর্বাদ করতেন।

একবার ময়মনসিংহ যাওয়ার পথে তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন প্রাইভেটকারের চালক কেমন যেন উল্টো-পাল্টা গাড়ী চালাচ্ছেন। কখন যেন গাড়ীটা খাদে পড়ে যায়! তিনি নিজের গাড়ী থামিয়ে ঐ গাড়ীটা আটকালেন এবং বললেন, ঐ গাড়ীর চালকের মাথাটা একদিকে হেলে পড়ছে। মনে হল লোকটা জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন।

আর্চবিশপ গাড়ী থেকে নেমে ঐ গাড়ীর স্টার্ট বন্ধ করে দিয়ে লোকটাকে নিজের গাড়ীতে উঠালেন। তারপর পকেটে হাত দিয়ে যতগুলি ফোন নম্বর ছিল সেগুলোতে কল করে একজনকে পেলেন। তাকে জায়গার ঠিকানাটা দিলেন, এরপর পুলিশকে ডেকে গাড়ীর দায়িত্বটা পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। সিস্টার নিবেদিতা লোকটাকে প্রাথমিকভাবে কিছু ঔষধ দিলেন। পরে আর্চবিশপ মহোদয় তাকে আলরাজি হাসপাতালে ভর্তি করে দিলেন। এভাবেই তিনি পরসেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিতেন।

আর্চবিশপের ছিল প্রখর বুদ্ধি; যেকোন কঠিন সমস্যায় তিনি তাৎক্ষণিক সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। যেকোন বিষয়ে মানুষকে তিনি সুন্দরভাবে পরামর্শ দিতেন। মানুষকে সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে পারতেন। তার কথা বলার ভঙ্গিটা একটু কড়া মনে হলেও তার হৃদয়টা ছিল ভালবাসার একটি খনি। যারা তার সংস্পর্শে আসতে পেরেছে তারাই কেবল সেই ভালবাসার খনিটি আবিষ্কার করতে পেরেছে। যেকোন বিষয়ে তিনি হাতে-কলমে শিক্ষা দিতেন। কোন বিষয় শেখার সময় দামী কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে সেই ব্যক্তিকে বকুনি দেওয়ার পরিবর্তে উনি বলতেন, "জিনিস ভাঙ্গলে কোন ক্ষতি নেই, কাজ শিখতে হলে জিনিস ভাঙবেই"।

তার মধ্যে কোন ভেদাভেদ ছিল না; কে কোন্ ডায়োসিসের, বা কে কোন্ সম্প্রদায়ের সেটা তার বিবেচ্য বিষয় ছিল না। তিনি শুধু ঢাকার ফাদার, সিস্টার, ব্রাদারদের জন্যই চিন্তা করতেন না, গোটা বাংলাদেশের বিশপ, ফাদার, ব্রাদার, সিস্টার ও খ্রিস্টভক্তরাই তার হৃদয়ে সমানভাবে স্থান পেয়েছে। ফাদারদের অসুস্থতার কথা শুনলে তিনি অস্থির হয়ে পড়তেন। সিস্টার নিবেদিতাকে ডেকে পরামর্শ করে সঙ্গে-সঙ্গে সঠিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিতেন। অনেক বিশপ, ফাদার সিস্টার, ব্রাদার ও সাধারণ খ্রিস্টভক্তদের তিনি নিজে ব্যবস্থা করে চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক পাঠিয়েছেন। তিনি ছিলেন দয়ালু, দরদী ও সহানুভূতিশীল, তাই মানুষের জন্য এভাবে কাজ করে গেছেন।

বাগান করা তার জন্য ছিল আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু; তিনি যখন বিভিন্ন দেশে যেতেন তখন নানা রকম ফুলের বীজ ও গাছের কাটিং নিয়ে আসতেন। সেগুলি অন্য গাছের মধ্যে বাডিং দিয়ে নানা রকমের ফুল ফোটাতেন। উপরের বারান্দায়, অফিসের সামনে বিভিন্ন প্রজাতির অর্কিড ও গোলাপ ফুলের টব সাজানো থাকত। তাঁর রুচিবোধ ছিল উন্নতমানের। শুধু মানুষই নয় জীব-জন্তু, পশু-পাখীর প্রতিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত যত্নশীল। একবার তার দু'টি কুকুর খোয়াড় থেকে বের হওয়ার সময় ধাক্কা-ধাক্কি করে একটির গলা কেটে যায়। তিনি তাড়াতাড়ি সিস্টার নিবেদিতাকে ফোনে ডেকে বললেন, "ডাক্তার, আপনার যন্ত্রপাতি নিয়ে আসেন"। সিস্টার গিয়ে দেখেন রক্তে ভেসে গেছে মেঝে। কুকুরটিকে বিশপ মহোদয় দুই হাঁটুর মাঝখানে রেখে আদর দিতে থাকলেন আর তিনি সেলাই দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। এক সপ্তাহর মধ্যে কুকুরটি সুস্থ হয়ে ওঠে। তার বাড়ির পশু-পাখী, জীবজন্তুর কিছু হলেই সিস্টারকে ডেকে পাঠাতেন। সিস্টার নিবেদিতাকে তিনি কখনো ডাক্তার বলে ডাকতেন, কখনো বা রাঁধুনী বলে ডাকতেন।

তিনি ছিলেন ভোজন রসিক; নিজে খেতে পছন্দ করতেন, অন্যকেও খাওয়াতে ভালবাসতেন। তার সাথে গাড়ীতে কখনো কোথাও গেলে মনে হত যেন পিকনিক করতে যাচ্ছি। যাত্রাপথে রাস্তার ধারে দোকান-পাট দেখলে তিনি বাবার মত স্নেহের সুরে জিজ্ঞেস করতেন, "কিছু খেতে চান? বলেন, কি খাবেন"। যা চাইতাম তা-ই কিনে দিতেন।

একবার তার সাথে শুলপুর যাওয়ার সময় দেখলাম, একজন মহিলা রাস্তার ধারে বসে চিতই পিঠা বানিয়ে বিক্রি করছে। তিনি বললেন, "ঐ দেখেন, মহিলা পিঠা বানাচ্ছে, খেতে চান?" আমরা কয়েকজন সিস্টার ছিলাম আমরা বললাম, "ওদের পিঠা খেতে খুব স্বাদ বটে, কিন্তু রাস্তার ধারে বলে ঘৃণা লাগে যে; তবুও আপনি কিনে দিলে খাব।" তিনি সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ী থামিয়ে কিছু টাকা দিয়ে বললেন, "যান, ওখানে দাঁড়িয়ে থেকে বানিয়ে নিয়ে আসুন।" আমরা পিঠা নিয়ে এসে গাড়ীতে বসে খুব মজা করে খেলাম। তিনিও আমাদের সাথে আনন্দসহকারে খেলেন।

তিনি ছিলেন সাহসী ও স্পষ্টবাদী; সঠিক জায়গায় কঠিন কথা বলতেও তার মধ্যে কোন দ্বিধাবোধ ছিল না। তিনি মানুষকে সহজেই বিশ্বাস করতেন; মানুষও তার ব্যবহারে খুশী হয়ে বিশ্বস্ততার সাথে তার কাজ করে দিত। এজন্যই মানুষ তাকে এত ভালবাসত।

সর্বোপরি তিনি ছিলেন একজন আধ্যাত্মিক মানুষ; তার জ্ঞানগর্ভ উপদেশে, কথা বলার ভঙ্গিতে, আচার-আচরণে একটি আধ্যাত্মিক ভাব ফুটে ওঠত। একজন প্রার্থনাশীল ব্যক্তি হিসেবে তিনি তার দৈনিক প্রার্থনায় খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। যাত্রাপথে বা শত কাজের মাঝেও তাকে দিনে তিনবার প্রাহরিক প্রার্থনা করতে দেখা যেত। তার আধ্যাত্মিকার অন্তরের সৌন্দর্য অর্থাৎ একটি পবিত্রতার ভাব তার মধ্যে প্রকাশ পেত। সুতরাং তার যাপিত জীবনের আদর্শগুলি আমাদের কাছে অনুকরণীয়। তার সুদক্ষ পরিচালনার গুণে বাংলাদেশ মণ্ডলীতে তিনি চিরভাস্বর হয়ে আছেন। তার পবিত্র ও সুন্দর জীবনের পুরস্কার হিসেবে ঈশ্বর তাকে তার আশ্রয়ে রেখেছেন, এটাই আমাদের বিশ্বাস॥❑

স্মৃতির পাতায় আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও

ফাদার ডমিনিক রোজারিও

'১২ কি ১৩ বছরের কিশোর আমি। বান্দুরা সেমিনারীতে গিয়ে প্রথমবারের মতো দেখি ফাদার মাইকেল রোজারিওকে। প্রথম দেখাতেই মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি নিখাঁদ পরিপাটি মানুষটির দিকে, বিশেষ করে তার মনোমুগ্ধকর হাসিটি আজও ভেসে ওঠে স্মৃতিপটে। যে ফাদার মাইকেল রোজারিও'র কথা বলছি তিনিই পরবর্তীতে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ হয়ে সুদীর্ঘ ২৭ বছর মণ্ডলীকে সেবা দিয়েছেন।

বান্দুরা সেমিনারীতে ছোট-ছোট কিশোর আমরা ফাদার মাইকেলকে যেমনি ভয় পেতাম তেমনি তার স্নেহটাও অনুভব করতাম। ভয় পেতাম কেননা তিনি সুচারুভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ করতেন। ভূল করলে সাথে-সাথে সংশোধন দিতেন এবং মাঝে-মাঝে শাস্তিও দিতেন। নীরবতা পালন কোন অবহেলা সহ্য করতেন। আর সেমিনারী থেকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার একটা ভয়তো কাজ করতই। বান্দুরা ক্ষুদ্রপুষ্প সেমিনারীর পরিচালক ফাদার মাইকেল অধিকাংশ সময়ই ছাত্রদের সাথে থাকতেন, খেলাধুলা করতেন এবং পড়াশোনায় তীক্ষ্ণ নজর রাখতেন। পড়াশুনার সময় কেউ ঘুমিয়ে থাকলে তাকে সিরিঞ্জের মাধ্যমে পানি ছুঁড়ে দিয়ে জাগিয়ে তুলতেন। ছেলেদের খাওয়া-দাওয়ায় যাতে কোন কষ্ট না হয় এবং ভাল খাবার পেতে পারে সেদিকে সবসময় খেয়াল রাখতেন। ছেলেদের অসুস্থতায় বিশেষ যত্ন নিতেন এমনকি নিজের হাতে সেবা করতেন।

উত্তম গঠনদাতা ফাদার মাইকেল রোজারিওকে মনে হতো সর্বগুণের অধিকারী। যেমনি জ্ঞানী তেমনি খেলাধুলায় পারদর্শী। ছেলেদেরকে খেলাধুলায় উৎসাহিত করতেন এবং যারা যেতো না তাদেরকে ডাকতেন। অংক, ইংরেজিতে পাকা ফাদার মাইকেল লাতিনও শিক্ষা দিতেন দারুণ দক্ষতায়। তিনি আমাদেরকে প্রতিদিন ১০টি নতুন শব্দ মুখস্থ করতে বলতেন এবং পরের দিন পরীক্ষা নিতেন। এমনিভাবে আমরা অনেক বিদেশী ভাষার শব্দ লিখতে পেরেছি। যারা ১০ থেকে ৮ এর নিচে পেতো তাদেরকে বাগানে কাজ করতে হতো। ফলশ্রুতিতে, প্রায় সকলেই মনোযোগী হতো। আসলে অমনোযোগী হবার কোন সুযোগই দিতেন না তিনি।

পালকীয় কাজে বক্সনগর বা সোনাবাজু গেলে তিনি সেমিনারী দেখাশুনার ভার মনিটরদের ওপর রেখে যেতেন। সকলকে বলতেন, মনিটর হলো রেক্টরের প্রতিনিধি। তাই তাকে মান্য করা মানে হলো রেক্টরকে মান্য করা। এমনিভাবে কিশোরদেরকে তিনি দায়িত্ববান হতে ও সম্মান জানাতে শিক্ষা দেন। একইসাথে সেমিনারীয়ানদের সততার সবকিছু করতে বলেন। বড় সেমিনারীয়ানদের সুযোগ দিতেন ছোটদের খাতা চেক করতে। কিন্তু পরামর্শ দিয়ে বলতেন, খাতায় যা আছে তা বিবেচনা করে নম্বর দিবে গ্রামের সন্তোষ ইটের টুকরা দিয়ে আমাকে ঢিলা দেয়, আমি তা তুলে সন্তোষের দিকে মারলে তা ওর না লেগে মা মারীয়ার গ্রটোর কাচে লেগে ফাদার প্রশান্ত'র হাত কেটে যায়। সবাই ভেবেছিল এবার বুঝি আমার বারোটা বাজবে। তবে আমি সত্য কথা বলি ও স্বীকার করি। ফাদার

মাইকেলের তখন বদলি হবার সময় এসে পড়ায় তিনি তা পরবর্তী রেক্টরের কাছে ছেড়ে দেন। আমাকে ক্ষমা করা হয়। এরপর থেকে আমি আর কোনদিন কোথাও ঢিল ছুড়িনি।

পরবর্তী সময়ে তিনি চলে যান মরিয়মনগরে। আর্চবিশপ মাইকেলের সমবয়সী প্রয়াত ফাদার পল বলেন, মাইকেলের প্রত্যুৎপন্নমতিতা, দূরদর্শিতা ও অনেক কিছুতে পারদর্শীতা দেখে আমরা জানতাম ও একদিন বিশপ হবে। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিশপ হন। ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশ মণ্ডলীর ৪টি ধর্মপ্রদেশের দায়িত্ব গ্রহণ করেন বাংলাদেশেরই ৪জন সন্তান। তারা হলেন, আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলী, বিশপ মাইকেল রোজারিও, বিশপ মাইকেল অতুল রোজারিও সিএসসি ও বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি। তারা ৪জন একসাথে বান্দুরাতে আসলে তাদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যেখানে ব্রজেন স্যার আর্চবিশপ টি এ গাঙ্গুলীর মতো আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'রও গুণকীর্তন করেন।

১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রি রিজেন্সী নিতে চাইলে আর্চবিশপ মাইকেলের সাথে দেখা করতে আসলাম। তিনি খুব সুন্দর করে আমাকে গ্রহণ করেন। মা-বাবার মতামত নিতে বলেন। বাইরে থেকে দিনাজপুরে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিলে তিনি আমাকে পরামর্শ দেন যেন ফাদারদের সাথে যোগাযোগ রাখি এবং খ্রিস্টযাগে সৈয়দপুরের ফাদারদের সহায়তা করি। নির্দিষ্ট সময়ের পর ফিরে আসতে চাইলে আমাদের আধ্যাত্মিক পরিচালক প্রয়াত ফাদার বেঞ্জামিনের মাধ্যমে আর্চবিশপকে জানালে তিনি ভীষণ খুশি হন। পরবর্তী সময়ে তিনিই আমাকে অভিষিক্ত করলেন। একদিন আমি তাকে বললাম, সেমিনারীতে আপনি ভয় দেখাতেন কেন! হেসে-হেসে তিনি বলেন, সেদিন যদি একথা না বলতাম তাহলে আজকে কি পুরোহিত হতে! তার কাছ থেকেই আমি শিখেছি খাওয়া-দাওয়ায় কাউকে কষ্ট না দিতে।

দক্ষ প্রশাসক হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত হলেও তার সহজ-সরল জীবন-যাপন সকলকে আকর্ষিত করতো। সাধারণ গেঞ্জি, স্যাণ্ডেল পরেই চলতেন। রোমে গিয়ে পোপের সাথে সাক্ষাতের জন্য বিশেষ পোষাক কারো কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে যেতেন। নিজে খুব সাধারণভাবে চললেও অন্যকে সুখি রাখতে চাইতেন। রোমে যখন যেতেন লোকেরা যা দিতেন তা নিয়ে যেতেন। আমি রোমে পড়াশুনাকালীন সময়ে একবার আমাকে ফোন করে বলেন, ডমিনিক উচ্ছে নিয়ে যাও। তিনি দেশে কড়া কিন্তু বিদেশে প্রাণখোলা দিলদরিয়া মানুষ। উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে এসেছো তাই সুযোগের সর্বোচ্চ ভাল ব্যবহার করো। সব বাংলাদেশীদের ডেকে একসাথে বসা, খাওয়া-দাওয়া করা তার বিশেষ একটি কাজ ছিল। তবে নিজেই সব খরচ বহন করতেন।

পালকীয় যত্ন দানে তিনি সচেতন ছিলেন। পুরোহিতদের বিশেষ সম্মান দিতেন। তাই পুরোহিতদের কাছে জিজ্ঞেস করে নিতেন, জনগণদের কি বলতে হবে। কথা বলায় রসিকতাও করতেন। যেকোন পুরোহিত অসুস্থ হলেই তিনি দিশেহারা হয়ে যেতেন এবং সর্বোত্তম সেবা দিতে চেষ্টা করেছেন। সকল পুরোহিতের প্রতিই ছিল সমান ভালবাসা। পুরোহিতদের নিজের সন্তানের মতই ভালবাসতেন তিনি। ফাদার ফ্রান্সিস পালমা ও ফাদার আব্রাহাম গমেজের অকাল মৃত্যুতে সন্তানহারা পিতার মতই অঝোর ধারায় কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

জীবন-যাপনে সহজ-সরল আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও'র যুক্তিবাদী মনোভাব ও সত্য বলার দৃঢ়তা তাকে অনন্যতায় নিয়ে গেছে। আজও মানসপটে ভেসে ওঠে তার কণ্ঠে সত্য ও ন্যায়ের বলিষ্ঠ উচ্চারণ। কেউ কষ্ট পেলেও তিনি সত্য বলা থেকে বিরত থাকতেন না। সত্যভাষী ও দূরদর্শি আর্চবিশপ মাইকেল রোজারিও চিরন্ময় থাকুক আমাদের স্মৃতিতে॥ ❑

অপরাধী

তুলি কস্তা

অলি ও প্রিয়ন্তী ছোট থেকেই খুবই ভালো বান্ধবী। একসাথে তাদের বড় হয়ে ওঠা। অলি পড়াশুনায় খুবই ভালো এবং প্রিয়ন্তীও ভালো। প্রিয়ন্তীদের আর্থিক অবস্থা বেশি ভালো ছিল না তাই মেট্রিক পরীক্ষার পর তার বাবা একজন ভালো ছেলের সাথে বিয়ে দিয়ে দিল। বিয়ের পর স্বামীর সাথে চলে গেল আমেরিকা। আর অন্যদিকে অলিও মাস্টার্স পর্যন্ত পড়াশুনা করে চাকুরিতে ঢুকলো আর ওখানেই এক কলিগকে বিয়ে করলো। দীর্ঘ সময় পর দুই বান্ধবীর মধ্যে আবার যোগাযোগ। প্রিয়ন্তী দেশে এলো, কথাবার্তায় চলনে-বলনে এখন পরিবতর্ন হয়ে গেছে কিন্তু মনটা এখনও আগের মতো। অলি প্রিয়ন্তীকে দেখতে তার বাসায় গেলো আর দেখলো প্রিয়ন্তীর ফুটফুটে মেয়েকে। ওর নাম প্রিয়াসী দেখতে দুধে আলতো গায়ের রং, চোখ দুটি যেন কেউ রং তুলি দিয়ে এঁকে দিয়েছে, কিন্তু মেয়েটি বেশি কথা বলে না চুপচাপ। নতুন পরিবেশ তাই এইরকম। প্রিয়ন্তী আর ওর মেয়েকে অলি তার বাসায় দাওয়াত করে এলো। ওর স্বামী আসেনি একটা বিশেষ কাজের জন্য। শুক্রবার অলি আর সমুদ্র বাসায় থাকে, প্রিয়ন্তী এলো সেদিন। প্রিয়াসী এবারও চুপচাপ। আমার দু'বছরের ছেলে স্বপ্ন ওকে অনেক টানাটানি করলো খেলতে কিন্তু ও যাইনি। প্রিয়ন্তী এবার কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো বলল আমার মেয়ে একুট অসুস্থ যাকে বলে অটিস্টিক দেখতে ও বড় কিন্তু বুদ্ধিতে নয়। অলির বাসার সামনে তিন চারজন বখাটে যুবক সব সময় আড্ডা দেয়, অনেকবার যেতে বলা হয়েছে কিন্তু যায় না। হঠাৎ প্রিয়ন্তী দেখলো যে প্রিয়াসীকে দেখা যাচ্ছে না, ভাবলো স্বপ্ন আর প্রিয়াসী বাগানে খেলা করেছে। বাইরে এসে দেখলো নেই, স্বপ্নকে জিজ্ঞেস করলো প্রিয়াসী কোথায়? ও বলল, ঐ আংকেলগুলো চকলেট দিয়ে ওকে নিয়ে চলে গেছে। কোথায়, কিসে করে? জানি না, গাড়িতে করে। কোনদিকে-স্বপ্ন এবার বিরক্ত, বললাম বল বাবা কোনদিকে, বলল ঐ দিকে [দক্ষিণ দিকে রাস্তায়] তুমি আমাদের বলনি কেন? ওরা মানা করেছে। আমাদের সবার মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। প্রিয়ন্তীতো পাগলের মতো করছে। সমুদ্র দোকানদারকে অনেক মারধর করল তারপরেও মুখ খুলছে না। ঘন্টা পাঁচেক পর থানা থেকে ফোন এলো একটা শিশুকে পাওয়া গেছে রক্তাক্ত অবস্থায় ধানমন্ডি লোকের সামনে। সবাই দৌড়ে গিয়ে দেখল শিশুটি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। নখের ছাপ স্পষ্ট। প্রিয়ন্তীকে দেখে দু' হাত বাড়িয়ে বলল, মা, পে-ই-ন প্রিয়ন্তী ওকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। হঠাৎ নিথর হয়ে গেল একটা নিস্পাপ ফুল। প্রিয়ন্তি আর কোনদিন আমেরিকাতে ফিরে যায়নি, প্রিয়াসীর কবর আঁকড়ে পড়ে রইল। নিজেকে বার-বার খুব অপরাধী মনে হচ্ছিল। প্রিয়ন্তী বলে, তোদের কোন দোষ নেই, সবই আমার কপালের লিখন। এই কথাগুলো আরো কষ্ট দেয়, বার-বার বাজের মত একটা কথাই কানে বাজে, মা, পে-ই-ন॥❑

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 55/14)

সূত্রঃ এনসিসিসিইউএল- ২০২০/০৩/৮৩ তারিখঃ ০৯/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবশ্যক পুনঃবিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল খ্রিস্টান/অখ্রিস্টান বৈধও অভিজ্ঞ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড এর অফিস ভবন ২য় তলা হতে ৩য় তলা বর্ধিত করা হবে।

উক্ত বর্ধিতকরণ কাজের জন্য জরুরী ভিত্তিতে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান আবশ্যক। আগ্রহী খ্রিস্টান/অখ্রিস্টান ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে বিস্তারিত জানার জন্য আগামী ১৬/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ২৫/০৩/২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে অফিস চলাকালীন সময়ে (সকাল ৮:৩০ মিনিট -বিকাল ৫টা) যোগাযোগ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ধন্যবাদান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

যোগাযোগের ঠিকানা
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাইট জিন সেন্ট ভবন,
ডাকঘরঃ নাগরী, থানাঃ কালীগঞ্জ, জেলাঃ গাজীপুর।
মোবাইলঃ
০১৭১৬৮৭৮৯২৯, ০১৭১৪০৮৩৪৭৪, ০১৮২২৮২৭৬৪৪
E-mail: nagari_cccul@yahoo.com

২০ মার্চ : "ইন্টারন্যাশনাল ডে অব হ্যাপিনেস"

সিস্টার হেলেন গমেজ সিআইসি

"সমুদ্র হক : দিনটি নিভৃতে এসে নীরবেই চলে যায়। রেখে যায় জীবনের হাসি কান্না সুখ দুঃখের মধ্যেও কিছুটা আনন্দ। কিছুটা সুখানুভূতি। আপন হৃদয়ে সুপ্ত কোণে খুঁজে নেয় সুখের এক নির্মল পরশ। জাতিসংঘ ঘোষিত অনেক দিবস যেমন ঘটা করে প্রচার করা হয় তেমনই অনেক দিবস আড়ালেই চলে যায়। প্রত্যেক মানুষ চায় সুখী হতে। সুখের সংজ্ঞা কি! বিশ্বের কোন মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করেও সুখের প্রকৃত সংজ্ঞা দিতে পারেননি। সুখ খুঁজে নিতে হয়, সুখ লুকিয়ে আছে নিজের মধ্যে, নিজের কর্মের মধ্যে। এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক জটিল বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘ ২০১২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ সেপ্টেম্বর তাদের বিশেষ অধিবেশনে প্রতি বছর ২০ মার্চকে "ইন্টারন্যাশনাল ডে অব হ্যাপিনেস" ঘোষণা করে। বাংলা ভাবার্থ করলে দাঁড়ায় "বিশ্ব সুখী দিবস"। জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব বান কি মুন জাতিসংঘের সদস্য ১৯৩টি দেশের কাছে বার্তা পাঠালে তারা দিবসটি পালনে সম্মতি দেয়। পরবর্তী বছর ২০১৩ সালে দিবসটি প্রথম পালিত হয়। এই দিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় গণতন্ত্র উত্তরণে অবিসংবাদিত নেতা নেলসন মেন্ডেলার নাতি এনডাবা মেন্ডেলা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের কন্যা চেলসি ক্লিনটন বিশ্বের সকল মানুষকে সুখী হওয়ার প্রার্থনা করেন। তারা প্রতিবছর এই দিনে বিশ্বকে, সুখী রাখার একটি উপায় বা ইস্যু নিয়ে প্রতিটি দেশকে কাজ করার আহ্বান জানান। যাতে মানুষ নিজেকে সুখী করে রাখার পথ খুঁজে নেয়। এরপর গত ছয় বছর ধরে দিবসটি পালিত হচ্ছে।

এই দিবসটির ধারণা দেন বিশ্বের অন্যতম ফিলানথ্রপিস্ট (মানবহিতৈষী) জাতিসংঘের বিশেষ উপদেষ্টা জায়মি ইলিয়েন। তার শিশুবেলা কেটেছে ভারতের কলকাতায়। পথের ধারে পড়ে থাকা এক এতিম শিশুকে কোলে তুলে নেন মাদার তেরেজা। এই শিশুকে দত্তক নেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৫ বছর বয়সী একজন সিঙ্গল মাদার এ্যানা বিলি ইলিয়েন। সেই থেকে জায়মি ইলিয়েন মার্কিন নাগরিক হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করে মানব প্রেমিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি নিজেকে দিয়ে বুঝতে পারেন মানব জীবনে সুখের প্রয়োজন কতটা।" *তথ্য: দৈনিক জনকণ্ঠ, বুধবার, ২০ মার্চ, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ*

গত বছর ২০ মার্চ বিকালের দিকে বারান্দা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম, সেই সময় হঠাৎ টেবিলে থাকা একটি খবরের কাগজের উপর নজর পড়ে। কাগজটি খোলা অবস্থাতেই ছিল। সেখানে উপরোক্ত লেখাটি আমি দেখতে পাই। বিষয়টি পড়ে আমি আনন্দ অনুভব করি কারণ এই দিনেই প্রথম আমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাই। সেই দিন থেকে আমি চিন্তা করতে থাকি কিভাবে আমি সুখী হতে পারবো এবং অন্যকে সুখী করতে পারবো। সুখী হওয়ার কথা চিন্তা করলে সর্বপ্রথম আমার মনে পড়ে পবিত্র বাইবেলের সেই বাণী, "সত্যিই তো আমরা সকলে তাঁর পূর্ণতা থেকে লাভবান হয়েছি : লাভ করেছি অনুগ্রহ আর অনুগ্রহ।" *(যোহন ১ : ১৬ পদ)* সত্যিই তো ঈশ্বরের অনুগ্রহ এবং কৃপা থাকলে আমাদের কিসের অভাব। আমাদের চারপাশে ঈশ্বরের দান কত! সচেতন বা অসচেতনভাবে আমরা তা ব্যবহার করছি-হয়তো বা অপব্যবহার করছি। প্রকৃতির মাঝে ঈশ্বর আছেন এবং আমরা তা উপলব্ধি করি। ঈশ্বর তাঁর পরিপূর্ণতা থেকে আমাদেরকেও দান করেন যেন আমরা তাঁর কৃপা আশীষে পরিপূর্ণ হতে পারি। যখন আমরা ঈশ্বরের আশীর্বাদে পরিপূর্ণ হয়ে যাব তখন আমাদের আর কোন চাহিদা থাকবে না বেশি পাওয়ার।

আমার যা আছে তা নিয়েই আমি সন্তুষ্ট থাকবো। যদি পাওয়ার চেয়ে বেশি চাহিদা থাকে তখন মনে কখনও সুখ থাকবে না। তখন মন শুধু না পাওয়ার বেদনা নিয়েই হাহাকার করবে। এভাবে মানুষ শুধু সম্পদ সঞ্চয় করে এবং নিজের প্রয়োজনের চেয়েও বেশি সম্পদ যোগাড় করে। এক সময় দেখা যায় মানুষ সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলে কিন্তু তার মনে সুখ থাকে না এবং জীবনকে উপভোগ করতে পারে না, তার সম্পদের সঠিক ব্যবহার করতে পারে না। অবশেষে তার শেষ ঠিকানা হয় কবর স্থানে যেখানে সে সঙ্গে করে কিছুই নিতে পারে না।

তাই বলা যায় ত্যাগেই সুখ। যে ব্যক্তি যত বেশি ত্যাগ করতে পারবে সে তত বেশি সুখ পেতে পারে। আমাদের যত সম্পদ আছে ভাগ করে নিলে আমাদের কারও কোন অভাব হবে না।

ঈশ্বর আমাদেরকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন শুধু কষ্টে ডুবে থাকার জন্য নয়। তিনি আমাদেরকে পাঠিয়েছেন সুখ করার জন্য এবং পরকালেও তাঁর সাথে সুখ ভোগ করার জন্য। তিনি আমাদেরকে এ পৃথিবীতে যা যা দিয়েছেন আমরা যদি তা সঠিক ব্যবহার করি বা সদ্ব্যবহার করি তাহলে কোনদিনও আমাদের কষ্ট হতো না। আমরা যদি আমাদের মেধা, দক্ষতা ও কায়িক শ্রম ভাল কাজের জন্য ব্যবহার করি তাহলে পৃথিবী অনেক সুন্দর হয়ে যেতো। তাই আসুন আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি শয়তানের সকল কর্মযজ্ঞ থেকে বিরতি নিয়ে ভাল কাজের জন্য পরিশ্রম, মেধা, দক্ষতা ব্যয় করি যাতে সুন্দর একটি পৃথিবী গড়ে তুলতে পারি যেখানে শুধু থাকবে সুখ আর সুখ।

- Happiness comes from within and is found in the present moment by making peace with the past and looking forward to the future.

- Opening our hearts connecting with community express kindness choosing happiness.

- Do more of what makes you happy.

- Happiness is the secret to all. There is no beauty without happiness.

সুখী হওয়ার কতগুলো উপায়ঃ

- প্রতিদিন আনন্দের জন্য কিছু সময় ব্যয় করুন।
- বেশি চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন।
- টেনশানমুক্ত থাকুন।
- আপনাকে সমস্ত শৃঙ্খল মুক্ত করুন।
- নিজ যোগ্যতাকে স্মরণ করুন।
- ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত থাকুন।
- নিজ স্বপ্নগুলো নিয়ে জোরালো হোন।
- নিজের প্রতি সদয় হোন।
- নিজ রসিক ভাবটা বজায় রাখুন।
- নিজের যা আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকুন।
- মানুষকে তোষামোদ বন্ধ করুন।
- যা ভাল লাগছে না, তা নাই বা করলেন।
- উচ্চাভিলাসী হওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত থাকুন।
- নিজের প্রতি সৎ থাকুন।
- হ্যাঁ বলতে সাহসী হোন।
- না বলতে সাহসী হোন।
- স্পষ্ট করে বলুন যা আপনি বিশ্বাস করেন।
- নিজের অন্তঃকরণকে বিশ্বাস করুন।

এই পৃথিবীতে আমরা একবারই এসেছি, এই সুন্দর পৃথিবী, মানুষ, গাছপালা, নদ-নদী, পশুপাখী এসব কিছুর যত্ন করা আমাদের দায়িত্ব। তাই আসুন আমরা নিজের প্রতি দায়িত্বশীল হই এবং অন্যকে দায়িত্ব পালন করেতে উৎসাহিত করি। যেন আমরা পরস্পর সুখে শান্তিতে বসবাস করতে পারি॥❑

অনন্ত জীবনের কথা

মাস্টার সুবল

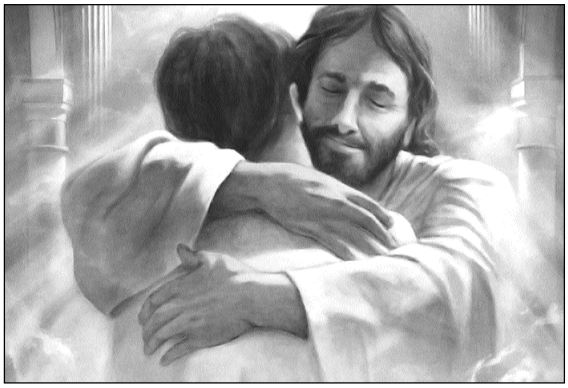

তখন ছিল প্রায়শ্চিত্তকাল। একদিন ধর্মক্লাসে ছাত্ররা আমাকে প্রশ্ন করে, স্যার পবিত্র বাইবেলে লেখা আছে, সূচের ছিদ্র দিয়ে উটের প্রবেশ করা সহজ, কিন্তু স্বর্গে যাওয়া এর চেয়েও কঠিন। তাহলে স্যার দেখা যায়, স্বর্গে যাওয়া এতো কঠিন হলেতো কেউই স্বর্গে যেতে পারবে না, তাই না স্যার? এ বিষয়ে আমাদের বুঝিয়ে বলুন স্যার। আমি ছাত্রদের বললাম, তোমরা সাধারণ ঘরের পিতা-মাতার সন্তান হলেও তোমাদের বুদ্ধির পরিমাণ কম নয়। তোমরা এ ছোটবেলায় পবিত্র বাইবেল থেকে যে প্রশ্নটা করেছ, সে প্রশ্নটা পবিত্র বাইবেল শিক্ষার একটি অন্যতম উত্তম প্রশ্ন। প্রশ্নের উত্তরটা কঠিনই বটে। তাহলে এবার শোন। আমি যতটুকু বুঝি ততটুকু তোমাদের বলি।

একদিন এক ধনী যুবক যিশুকে বলল, গুরু, অনন্ত জীবন পাবার জন্য আমাকে কোন মঙ্গলময় কাজ করতে হবে? যিশু তাকে বললেন, "তোমাকে এই আজ্ঞাগুলি পালন করতে হবে যথা: নরহত্যা করবে না, ব্যভিচার করবে না, চুরি করবেনা, মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না, পিতামাতাকে সম্মান করবে ও তোমার প্রতিবেশিকে নিজের মত ভালোবাসবে।" সেই যুবক যিশুকে বলল, গুরু, আমি এ সমস্তই পালন করে আসছি, এখন আমার করার বাকি কী আছে বলুন? যিশু যুবককে বললেন, "তাহলে এবার যাও, তোমার যা যা আছে তা বিক্রি করে গরিবদের দান করে এসে আমার অনুসরণ কর।" যিশুর এ কথা শুনে সেই যুবক মনের দুঃখে চলে গেল, কারণ তার বিপুল সম্পত্তি ছিল। তখন যিশু তার শিষ্যদের বললেন, ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। তোমাদের আবার বলছি, ধনীর পক্ষে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে সূচের ছিদ্রের মধ্য দিয়ে যাওয়াই বরং সহজ।

ছোট ভাইবোনেরা, এখানে দেখ, যিশু বিশেষ করে ধনীদের নিয়ে এ কথা বলেছেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের চেয়ে ধনীদের স্বর্গে যাওয়া ভীষণ কঠিন। আর যদি কোন যুবক যিশুকে অনুসরণ করে তাঁর শিষ্য বা যাজক হতে চায়, তাহলে তাকে তার সমস্ত কিছু ত্যাগ করে আসতে হবে, বুঝলে এবার? সবাই বলল, হ্যাঁ স্যার॥ ❑

মুজিববর্ষ

স্বপন রোজারিও

২০২০-২১ সালকে করেছে মুজিববর্ষ ঘোষণা,
মুজিব মোদের দেশ-নেতা, মুজিব কাজের প্রেরণা।
নানা আয়োজনে দেশে-বিদেশে বছরটি হবে পালন,
তাঁর মত ত্যাগী নেতা হতে, সাদা করতে হবে মন।
১৯২০ সালে এ মহান নেতা জন্মেছেন টুঙ্গিপাড়া,
তাঁর অপরিমেয় ব্যক্তিত্ব, বিশ্বের নজর কাড়া।
জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিব পড়ে তোমায় মনে,
শপথ করি সোনার বাংলা গড়বো জনে জনে।
কি করে শুধিব আমরা, তোমার ভালোবাসার ঋণ,
প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে তুমি থাকবে চিরদিন॥

মুজিববর্ষঃ নবচেতনার দুয়ারে'

যীশু বাউল

শতবর্ষের দ্বার পেরিয়ে
ঐ এলো মুজিববর্ষ: মানুষের হৃদয়ে
নবচেতনার কড়া নেড়ে
স্বাধীন দেশের, স্বাধীন নাগরিকত্বের
চেতনা নিয়ে: সবুজ-শ্যামলার বাংলার
মেঠোপথের আঁকা-বাঁকা আইল দিয়ে।
'মুজিববর্ষের শত কথা, শত ধ্বনী
সমগ্র বাংলার ছাপান্ন হাজার বর্গমাইল জুড়ে
লেখক, কবি, সাংবাদিক, শিল্পী-ঋষি,
কৃষক-শ্রমিক, শিক্ষার্থী, আমলা-রাজনীতিবিদ
ধর্মযাজক, শিশু-বৃদ্ধ, আবাল-বণিতা
নারী-পুরুষ, ভবঘুরে, কামার-কুমার
মেহনতি শ্রমজীবী মানুষসহ সবার মুখে মুখে।
মুজিববর্ষের আনন্দ বার্তার নবচেতনায়
উদ্বুদ্ধ দেশ-মাটি-মানুষ আর
বঙ্গভূমির প্রতিটি কীটপতঙ্গ-আর ধূলিকণা,
আশা-আনন্দে সারথি রথে
দেশ প্রেমের জয়গানে 'মুজিব বর্ষ'
ছড়ায় জ্যোতি, মুজিবের আদর্শ-নীতি, সহানুভূতি,
দিক-বিদিক আলোকিত করে মুজিব ভাষণ
প্রাণে-প্রাণে দোলা দেয় জেগে ওঠার আহ্বানে
দেশ গড়ার নিমন্ত্রণে নিজস্ব পরিচয় বেঁচে থাকার সংগ্রামে।
মুজিব একটি নাম, সকল বাঙালির নব চেতনায় বঙ্গবন্ধু
মুজিব দেশ-মাতৃকার ভালবাসার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের আইকন,
মুজিব আশাহত মানুষের পথ চলার দীপ্ত সুন্দর নোঙ্গর
মুজিব স্বাধীনতার অগ্রনায়ক, জাতি বিনির্মাণের স্থপতি।
শতবর্ষের উৎসবময় ব্যঞ্জনায় মুজিবকে
শ্রদ্ধা-নমস্কার, অভিনন্দন-কৃতজ্ঞতা
হৃদয়ের ভালবাসার উষ্ণ সুবাসে মুজিবকে
শতশ্রদ্ধা,শত নমস্কার।
ভক্তি প্রণামের শতদলের শতরঞ্জনে তুমি রবে
বঙ্গভূমির প্রান্তরেখার শেষ বিন্দুতে॥

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

কভিড-১৯ এর কারণে ভাতিকানের সাধু পিতরের বাসিলিকা দর্শনার্থীদের জন্য সাময়িক বন্ধ

গত মঙ্গলবার দুপুরে ভাতিকানের প্রেস অফিস জানিয়েছে, আগামী ৩ এপ্রিল পর্যন্ত সাধু পিতরের বাসিলিকা ও চত্তর দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ থাকবে। একইসাথে ভাতিকানের

প্রকাশনা হাউজ ও ফটো সেবা সার্ভিসের সেন্টারও বন্ধ থাকবে। তবে অনলাইন সার্ভিস চলমান থাকবে। গত বুধবার থেকে ভাতিকানের মেস হল যেখানে ভাতিকানের কর্মী খাওয়া-দাওয়া করে তার দরজা বন্ধ থাকবে। তবে 'হলি সি' ও ভাতিকান সিটির কর্মীদের জন্য খাদ্য সরবরাহ করা হবে। করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে ভাতিকান ফার্মেসী ও সুপারমার্কেটে অতিথি ও কর্মীদের প্রবেশে কিছু বিধি-নিষেধ প্রয়োগ করা হচ্ছে। এতে করে ভাতিকানের ভিতরে সমাগম একটু কম হবে। এ আদেশ বলবৎ থাকবে ৩ এপ্রিল পর্যন্ত।

করোনাভাইরাসের বিস্তার রোধ করতে ইতালিতে মণ্ডলী ও রাষ্ট্র একসাথে কাজ করছে

ভাতিকান কতৃপক্ষসহ ইতালিয় মণ্ডলী করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য সিভিল কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করছে। গত রবিবার (০৮/০৩) ভাতিকানের প্রেস অফিসের পরিচালক, মাত্তেও ব্রুনি এ সংক্রান্ত ভাতিকানের কিছু পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন; **যাদুঘর বন্ধের ঘোষণা:** করোনাভআইরাস প্রতিরোধকল্পে পূর্ব সতর্কতামূলক ভাতিকান মিউজিয়াম, ভাতিকান বাসিলিকায় অবস্থিত সাধু পিতরের সমাধি ও অন্যান্য সমাধিস্থানে প্রবেশ নিষেধ করা হয়। একইভাবে পোপীয় বাসিলিকাসমূহের সংলগ্ন যাদুঘরসমূহ ও কাস্তেল গান্দেলফোর যাদুঘরও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ৩ এপ্রিল পর্যন্ত তা বন্ধ থাকবে। ইতালির সরকারের বিশেষ অধ্যাদেশের সাথে ইতালির বিশপগণ সম্মতি প্রকাশ করেছে: ইতালির সরকার আগামী ৩ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সকল সামাজিক ও ধর্মীয় সভা ও অনুষ্ঠান স্থগিত ঘোষণা করে অধ্যাদেশ জারি করেছে। যে ঘোষণায় মৃতদের জন্য খ্রিস্টযাগ ও জনগণবেষ্টিত খ্রিস্টযাগের কথা ইঙ্গিত করা হয়েছে। পালক, পুরোহিত ও বিশ্বাসী ভক্তদের এতে কষ্ট হলেও জনগণের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে ইতালির বিশপ সম্মিলনী এক বিবৃতিতে একে সাধুবাদ জানিয়েছে।

রোমের গির্জাগুলো ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য খোলা থাকবে: রোম ডাইয়োসিসের কার্ডিনাল ভিকার, আঞ্জেলো দি দনাতিস এক ডিক্রী দিয়ে জানান, ডাইয়োসিসের গির্জাগুলো শুধু ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য খোলা থাকবে। ইতালি সরকারের নিয়ম-নীতি মেনে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে গির্জায় প্রার্থনা করতে পারবে। তবে আগামী তিন সপ্তাহের জন্য জনসমাবেশের উপাসনা বন্ধ থাকবে।

সারাদিনব্যাপী প্রার্থনা ও উপবাস : রোমের খ্রিস্টানদের আহ্বান জানিয়েছিলেন কার্ডিনাল ভিকার যেন তারা ১১ মার্চ সারাদিন প্রার্থনা ও উপবাসে কাটায়। যারা ইতোমধ্যে অসুস্থ ও যারা অসুস্থদের সেবা করছে তাদের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ যাচ্না করে প্রার্থনা করতে বিশেষ অনুরোধ করেছেন॥

বাংলাদেশ কাথলিক সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহের বার্ষিক সভা - ২০২০

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা ▮ বাংলাদেশ কাথলিক মণ্ডলীতে ১৫টি কমিশন ও সংস্থা রয়েছে যা এক কথায় 'এপিসকপাল বডি' নামে পরিচিত। প্রতিটি এপিসকপাল বডি তাদের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ, কর্মক্ষেত্রে কি ধরণের সমস্যা বা চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে হয়েছে তার বিবরণ এবং সঙ্গে-সঙ্গে নতুন বৎসরের পরিকল্পনা ও কিছু প্রস্তাবনা বার্ষিকসভাতে তুলে ধরে। কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর কমিশন ও সংস্থাসমূহ তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। **সেবাকাজ বিষয়ক কমিশন হলো:** উপাসনা ও প্রার্থনা, ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ, পরিবার জীবন, স্বাস্থ্যসেবা, ন্যায্যতা ও শান্তি, খ্রীষ্টীয় ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ, সামাজিক যোগাযোগ কমিশন, ঐশতত্ত্ব বিষয়ক কমিশন।

ব্যক্তি বিষয়ক কমিশন হলো: যুব, ভক্তজনসাধারণ, পুরোহিত ও সন্ন্যাসব্রতী সংঘ এবং সেমিনারী কমিশন।

সংস্থাগুলো হলো: কারিতাস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড ট্রাস্ট, বাণী ঘোষণা ও পন্টিফিক্যাল মিশন সোসাইটিজ।

ফেব্রুয়ারি ২৮, ২০২০ রোজ শুক্রবার, সকাল ৮:৩০ মিনিটে প্রার্থনা দিয়ে সভা শুরু হয়। তারপর কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম জানান এবং আলোচনায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। চট্টগ্রামের আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি, স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের নতুন সচিব, লিলি এ গমেজ এবং বিসিআর এর নতুন সভাপতি ব্রাদার সুবল লরেন্স রোজারিও সিএসসি এবং সহ-সভাপতি সিস্টার ভায়োলেট রড্রিক্সকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেই সাথে ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও (বিদায়ী সচিব স্বাস্থ্যসেবা কমিশন) এর নাম উল্লেখ ক'রে এপিসপকপাল বডি'র মাধ্যমে মণ্ডলী ও সমাজে সেবাদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

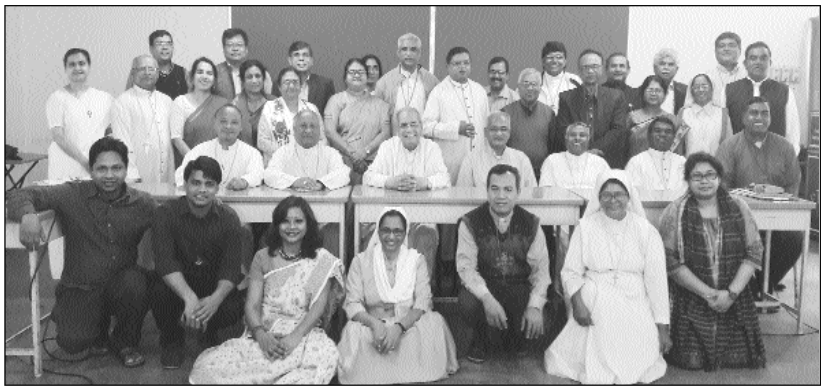

তারপর সংক্ষিপ্ত রিপোর্টগুলো পেশ করা হয়। প্রতিটি পর্যায়ের রিপোর্ট করার পর সবিস্তারে উন্মুক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন কমিশনের করণীয় দিকগুলো পর্যালোচনা করা হয়। কমিশনগুলোর কার্যক্রম কিভাবে আরো সমন্বিত করা যায় বা অন্যান্য কমিশনের সাথে সঙ্গতি রেখে কিভাবে মণ্ডলীর কাজে আরো সফলতা আনা যায়, তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়। পরিশেষে, আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কতগুলো প্রাধান্য নির্ধারণ করা হয়, যেগুলোর প্রতি সকলের অংশগ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। তার মধ্যে রয়েছে শিশু-কিশোর, যুবাদের গঠনদান ও বিশেষ পালকীয় যত্ন, পরিবার ও ভক্তজনসাধারণের বিশ্বাস গঠনদান আরো জোরদার করা, বিবাহ ও পরিবার সম্পর্কে মণ্ডলীর শিক্ষা দান এবং পরিবারের প্রতি পালকীয় যত্ন, নিজেদের মধ্যে আরো ঐক্য, মিলন ও সংহতি স্থাপনে আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং এ ব্যাপারে জোরালো ভূমিকা পালন করা, খ্রিস্টীয় শিক্ষা ও মূল্যবোধে জীবন-যাপনে সকলকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধকরণ, বিভিন্ন শহরে অভিবাসীদের নানাবিধ জটিল ও কঠিন বাস্তবতায় পালকীয় সেবাদানে আরো সচেতন ও যত্নবান হওয়া, বৃদ্ধা-বৃদ্ধা ও রোগিদের পালকীয় যত্ন, মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা বিস্তার, দয়া ও সেবাকাজ, খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের আলোকে জীবন গঠন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে, বাংলাদেশ কাথলিক সম্মিলনীর সভাপতি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি বার্ষিক সভায় আলোচনায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বিশেষভাবে সিবিসিবি সেক্রেটারীয়েটের কোঅর্ডিনেটিং কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি সকলকে সভায় আলোচিত বিষয়গুলো নিয়ে আরো গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার আহ্বান জানান। সেক্রেটারী জেনারেল আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি ও বার্ষিক সভার সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য সিবিসিসির সেক্রেটারীয়েটের কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সকলকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। **সিবিসিবি সেক্রেটারীয়েটের কোঅর্ডিনেটিং কমিটির সদস্যগণ হলেন**-আর্চবিশপ মজেস এম কস্তা সিএসসি, ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা, ফাদার বুলবুল এ রিবেরু, সিস্টার বন্দনা ক্রুজ পিমে, জ্যোতি এফ গমেজ, থিওফিল নিশারন নকরেক ও ডোরা ডি' রোজারিও। দুপুর ১:২০ মিনিটে প্রার্থনার মধ্য দিয়ে বার্ষিক সভার সমাপ্তি ঘটে।

সকলে অবগতির জন্য বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী, এর আওতাধীন বিভিন্ন কমিশন ও জাতীয় সংস্থার সভাপতি ও সেক্রেটারীর নাম নিম্নে দেয়া হলো- **বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর** সভাপতি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, সেক্রেটারী জেনারেল আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। **উপাসনা ও প্রার্থনা** কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার জয়ন্ত জে রাকসাম। **ধর্মশিক্ষা ও বাইবেল সেবাকাজ** কমিশনের সভাপতি, বিশপ জেমস রমেন বৈরাগী, সেক্রেটারী ফাদার যাকোব গব্বি এসএক্স। **পরিবার কল্যাণ** কমিশনের সভাপতি বিশপ পনেন পল কুবি সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা। **স্বাস্থ্যসেবা** কমিশনের সভাপতি আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসি, সেক্রেটারী লিলি এ গমেজ। **ন্যায় ও শান্তি** কমিশনের সভাপতি বিশপ জের্ভাস রোজারিও, সেক্রেটারী ফাদার লিটন এইচ গমেজ সিএসসি। **আন্তঃমাণ্ডলিক ঐক্য ও আন্তঃধর্মীয় সংলাপ** কমিশনের সভাপতি বিশপ বিজয় এন ডি' ক্রুজ ওএমআই, সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক গমেজ। **খ্রীষ্টিয় যোগাযোগ** কমিশনের সভাপতি বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, সেক্রেটারী ফাদার আগষ্টিন বুলবুল রিবেরু। **যুব কমিশনের** সভাপতি বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার

সিএসসি, সেক্রেটারী ব্রাদার উজ্জ্বল পেরেরা, সিএসসি (আগামী মে মাস থেকে নতুন সেক্রেটারী ফাদার রূপক রোজারিও, ওএমআই)। **ভক্তজনগণ বিষয়ক** কমিশনের সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারী থিওফিল নিশারন নকরেক। **যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী** কমিশনের সভাপতি বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সেক্রেটারী ফাদার অনল টেরেন্স ডি' কস্তা সিএসসি। **সেমিনারী কমিশনের** সভাপতি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, সেক্রেটারী ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ। **ঐশবাণী ঘোষণা ও পিএমএস** কমিশনের সভাপতি বিশপ সেবাষ্টিয়ান টুডু, সেক্রেটারী ফাদার রোদন রবার্ট হাদিমা। **বাংলাদেশ কাথলিক শিক্ষা বোর্ড ট্রাস্ট** এর সভাপতি কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি এবং সেক্রেটারী জ্যোতি এফ গমেজ। **কারিতাস বাংলাদেশের** সভাপতি জের্ভাস রোজারিও, নির্বাহী পরিচালক অতুল ফ্রান্সিস সরকার।

উপাসনা কমিশনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ কাথলিক ক্যারজমেটিক রিনিওয়ালের সমন্বয়কারী ফাদার ষ্ট্যানলী সি কস্তা, সেক্রেটারী ডোরা ডি' রোজারিও। পরিবার জীবন ও স্বাস্থ্যসেবা কমিশনের আওতাভুক্ত কমিউনিটি হেলথ ও প্রাকৃতিক পরিবার পরিকল্পনার পরিচালক ডাঃ এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, বাংলাদেশ কাথলিক নার্সেস গিল্ডের সভাপতি আগ্নেস হালদার, বারাকার পরিচালক ব্রাদার রবি থিওডোর পিউরীফিকেশন সিএসসি, বাংলাদেশ কাথলিক ডক্টরস্ এসোসিয়েশনের সভাপতি ডা: নুয়েল চার্লস গমেজ, সেক্রেটারী ডা: এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও। ন্যায্যতা ও শান্তি কমিশনের আওতাভুক্ত প্রিজন মিনিস্ট্রি এর কনভেনার ফাদার লিটন এইচ গমেজ, সিএসসি, অভিবাসী ডেস্ক এর কনভেনার জ্যোতি গমেজ, জলবায়ু পরিবর্তন ডেস্ক এর কনভেনার এ্যাঞ্জেলিনা ডায়না পোদ্দার, শিশু রক্ষা ডেস্ক এর কনভেনার মার্গারেট অনিতা। ভক্তজনগণ কমিশনের আওতাভুক্ত সিসিপি'র পরিচালক ফাদার ষ্ট্যানিসলাস গমেজ, সেক্রেটারী সিস্টার মেরী আঞ্জেলিকা এসএমআরএ, এসোসিয়েশন ও সংগঠন বিষয়ক ডেস্ক এর কো-অর্ডিনেটর মিসেস রেবেকা কুইয়া, নারী বিষয়ক ডেস্ক এর কনভেনার রোজলীন রিটা কস্তা, যাজক ও সন্ন্যাসব্রতী কমিশনের আওতাভুক্ত বাংলাদেশ ধর্মপ্রদেশীয় যাজক ভ্রাতৃসংঘের সভাপতি ফাদার জয়ন্ত এস গমেজ, সেক্রেটারী ফাদার শিশির এন গ্রেগরী। বিসিআর-এর সভাপতি ব্রাদার সুবল এল রোজারিও সিএসসি সেক্রেটারী সিস্টার এডলিন পিরিচ সিআইসি॥

হাসনাবাদ ধর্মপল্লীর সংবাদ

ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন

ফাদার শিশির কোড়াইয়া ▮ গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে পবিত্র জপমালা রাণীর গির্জা, হাসনাবাদে ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ থিওটোনিয়াস অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতে বিকাল ৩টায় ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীর বাড়িতে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনার মধ্য দিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। এরপরে বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ এবং ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ফাদার ষ্ট্যানিসলাস গমেজ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রস্তুতকৃত ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীর স্মৃতিফলক (মুর‍্যাল) উদ্বোধন এবং আশীর্বাদ করেন। এরপর ফাদার আবেল বি রোজারিও ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীর জীবন-কর্ম সম্পর্কে সহভাগিতা করেন এবং দীপক গমেজ সাক্ষ্য প্রদান করে বলেন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে হঠাৎ একদিন তার প্রস্রাবে রক্ত দেখা দেয়। রক্ত পরীক্ষার পর তার রক্তে ক্যান্সার ধরা পড়ে। তিনি ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন এবং প্রার্থনা করেন। পরবর্তীতে পুনরায় তার রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষার ফলাফলে দেখতে পান যে তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ; তাকে কোন কেমোথেরাপি দেয়ার প্রয়োজন নেই। তিন মাস পর মেডিকেল পরীক্ষার করার পর তিনি আরো ভাল ফল পান।

অতঃপর পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ। উপদেশে তিনি ঈশ্বরের সেবক আর্চবিশপ অমল গাঙ্গুলীর জীবনাদর্শ তুলে ধরেন। উক্ত অনুষ্ঠানে ১জন বিশপ, ১০জন পুরোহিত, অনেকজন ব্রাদার-সিস্টার এবং আঠারোগ্রামের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে প্রায় ১৪০০ খ্রিস্টভক্ত উপস্থিত ছিলেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের শেষে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার ষ্ট্যানিসলাস গমেজ সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ঈশ্বরের সেবক টি এ গাঙ্গুলীকে ধন্যশ্রেণীভুক্তকরণ পালকীয় কমিটি তাঁর জীবন-কর্ম সম্বলিত প্রকাশিত পুস্তিকা এবং হাসনাবাদ ধর্মপল্লী থেকে ঈশ্বরের সেবক অমল গাঙ্গুলীর সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ বড় ছবি সকলের মাঝে বিতরণের মধ্য দিয়ে উক্ত অনুষ্ঠান শেষ হয়॥

বাড়ি ভাড়া

ইন্দিরা রোডস্থ তেজগাঁও কলেজ গলিতে ১০/ই নং বাসার নীচতলায় ২ বেড, ডুয়িং, ডাইনিং, কিচেন ও ২ বাথরুমসহ একটি ফ্ল্যাট অতি সত্ত্বর ভাড়া হবে।

যোগাযোগ

রাজু ভিনসেন্ট

০১৯১৫৪৭০৫০৯, ৯১১৭৪৬০

হাসনাবাদে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

ফাদার শিশির কোড়াইয়া ▮ গত ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার যথাযথ ভাবগাম্ভীর্যের সাথে বাৎসরিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। বিকাল ৩টায় সাক্রামেন্তীয় আরাধনার মধ্যদিয়ে শুরু হয় বাৎসরিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা। গির্জাঘরে আরাধনা শেষে পবিত্র সাক্রামেন্ত নিয়ে শোভাযাত্রা করা হয়। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রায় পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদকে কেন্দ্র করে সুন্দর উপদেশ দেন ফাদার তুষার জেভিয়ার কস্তা। অতঃপর ধর্মপল্লীর পালক-পুরোহিত ফাদার স্ট্যানিসলাস গমেজ বাৎসরিক খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা সার্থক করতে যারা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। শোভাযাত্রায় আঠারোগ্রামে কর্মরত ৮জন যাজক, ৩জন ব্রাদার, ১৩জন সিস্টার এবং আঠারোগ্রামের বিভিন্ন ধর্মপল্লী থেকে আগত প্রায় ১২০০ খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন॥

পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, বনানীতে “শুভ্র পোশাক ও বেদী-সেবক সেবা দায়িত্ব” প্রদান অনুষ্ঠান

শাওন আন্তনী রোজারিও ▮ গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, পবিত্র খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারীতে ঐশতত্ত্ব প্রথম বর্ষে অধ্যয়নরত ৯জন সেমিনারীয়ান মণ্ডলী কর্তৃক যাজকীয় অভিষেকের দ্বিতীয় ধাপ “শুভ্র পোশাক ও বেদী-সেবক সেবাদায়িত্ব” লাভ করে। পবিত্র খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি এবং তাকে সহায়তা করেন সেমিনারীর পরিচালক আত্মীয়স্বজন। ২২ ফেব্রুয়ারি, পবিত্র খ্রিস্টযাগের শুরুতে প্রার্থীগণ অবিভাবকসহ প্রদীপ শোভাযাত্রা করে এবং আত্মসমর্পণের চিহ্নস্বরূপ প্রদীপ বেদীমূলে স্থাপন করে। খ্রিস্টযাগে উপদেশে বিশপ মহোদয় “বেদীসেবক এবং শুভ্র পোশাকের সেবাদায়িত্বে’র তাৎপর্য ও গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং বেদী-সেবক ও শুভ্র পোশাক প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, “আমাদের জীবনে যে কোন কাজে প্রস্তুতির প্রয়োজন। শুভ্র পোশাকের মধ্য দিয়ে ত্যাগের মাধুর্যে চলে আসি। ত্যাগের পরিচ্ছন্নতার দিক সকলকে অনুপ্রাণিত করবে। কেবল খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ নয়, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বিষয়কে শ্রেষ্ঠভাবে করতে হয়। আমাদেরকে সবর্দাই বেদীর সেবা করতে হয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দরভাবে”।

খ্রিস্টযাগের পর বিশপ, উপস্থিত যাজকগণ এবং অভিভাবকগণ শুভ্র পোশাক ও বেদীসেবক লাভকারীদের সাথে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে সেমিনারীর সাংস্কৃতিক পরিষদের পক্ষ থেকে সেমিনারীর মিলনায়তনে তাদেরকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। শুভ্র পোশাক ও বেদী সেবক পদ লাভকারীরা হলেন, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের অমিত খ্রীষ্টফার গমেজ, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের ব্লেইস সুমিত কস্তা, দুলাল খ্রীষ্টফার গমেজ, সাগর জেমস্ তপ্ন, বিনেশ মার্টিন তিগ্যা ও শেখর ফ্রান্সিস কস্তা, বরিশাল ধর্মপ্রদেশের বার্নাবাস মণ্ডল ও সুবাস সেবাষ্টিয়ান ফলিয়া এবং ময়মনসিংহ ধর্মপ্রদেশের নির্ভয় নিকোলাস দিব্রা॥

ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, সেমিনারীর শিক্ষকমণ্ডলীসহ অন্যান্য যাজকগণ। ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বিকাল ৪:৩০ মিনিটে বেদীসেবক প্রার্থীদের শোভাযাত্রা এবং তাদের মঙ্গল কামনায় বিশেষ আরাধনা করা হয়। আরাধনা শেষে প্রার্থীরা অভিভাবক ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনসহ কীর্তন সহযোগে সেমিনারীর মিলনায়তনে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে প্রার্থীদের হাতে সেমিনারীর পরিচালক ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ ও ফাদার রিংকু সিজার কস্তা রাখী বন্ধনী পরিয়ে দেন। এরপর প্রার্থীদের আশীর্বাদ প্রদান করেন উপস্থিত যাজকগণ, সিস্টারগণ এবং প্রার্থীদের অভিভাবকসহ

নারায়ণগঞ্জে সাধু পৌলের গির্জায় প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার

পিন্টু পলিকার্প পিউরীফিকেশন ▮ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার নারায়ণগঞ্জ সাধু পৌলের গির্জায় প্রায়শ্চিত্তকালীন সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারের মূলসুর ছিল “ত্যাগ ও ক্ষমা”। সকাল ১০টায় ফাদার রবার্ট দিলীপ গমেজ সিএসসি এর বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সেমিনার শুরু হয়। তিনি তার বক্তব্যে প্রায়শ্চিত্তকালে “ত্যাগ ও ক্ষমার“ মধ্য দিয়ে জীবন-যাপন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এরপর পবিত্র ক্রুশের পথ অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাল-পুরোহিত ফাদার এলিয়াস হেম্ব্রম সিএসসি ও ফাদার রবার্ট দিলীপ গমেজ সিএসসি পবিত্র খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন। খ্রিস্টযাগ শেষে গির্জার সেক্রেটারী পিন্টু, পলিকাপ পিউরীফিকেশন উপস্থিত ফাদার, সিস্টার এবং অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। উক্ত সেমিনারে প্রায় ২০০জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন॥

সিলেটের জাফলং ধর্মপল্লীতে পালকীয় পরিষদের বিশেষ সেমিনার

ওয়েলকাম লাম্বা ▮ ১৬ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ সিলেট ধর্মপ্রদেশের অন্তর্গত সাধু প্যাট্রিকের গির্জা, জাফলং এ পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যাদের নিয়ে এক বিশেষ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে জাফলং ধর্মপল্লীর পালকীয় পরিষদের সদস্য-সদস্যা এবং ধর্মপল্লীতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদানকারীদের নিয়ে এক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এতে ১জন ফাদার, ১জন সেমিনারীয়ান ও ৪৭জন খ্রিস্টভক্ত অংশগ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগের মধ্য দিয়ে সকাল ১০:৩০ মিনিটে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি বিধান পালনের বিষয়ে উপদেশ দেন। যা সবাইকে উৎসাহিত করেছে। ফাদার পালকীয় পরিষদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। এরপর জাফলং ধর্মপল্লীর সারা বছরের কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা করা হয়। জাফলং ধর্মপল্লীর খাসিয়াদের রাংবালাং সবাইকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান। সেমিনারীয়ান বিপ্লব কুজুরের প্রার্থনা এবং দুপুরে আহারের মধ্য দিয়ে ২টায় সেমিনারের সমাপ্তি ঘটে॥

সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রে প্রথম কম্যুনিয়ন ও হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান

পিটার উৎপল গমেজ ▮ গত ১ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার সোনাডাঙ্গা উপকেন্দ্রে প্রভু যিশুর গির্জায় ২৭জন ছেলে-মেয়েকে প্রথম কম্যুনিয়ন এবং ২৯জন ছেলেমেয়েকে হস্তার্পণ সংস্কার প্রদান করা হয়। সকাল ৭টায় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে পবিত্র খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগে পৌরহিত্য করেন বিশপ জেমস্ রমেন বৈরাগী, তাকে সহায়তা করে ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস, ভিকার জেনারেল, খুলনা ধর্মপ্রদেশ, ফাদার রেনার্ত এবং ফাদার জর্জ হরগ্রে। বিশপ উপদেশে প্রার্থীদের উদ্দেশে পবিত্র আত্মার শক্তি এবং তার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিশপ পবিত্র আত্মার অবতরণ পর্ব দিনে পুণ্যপিতা পোপ মহোদয়ের ২টি উক্তি তুলে ধরে বলেন, "আমাদের নতুন হতে হবে বা আমাদের জীবনে নতুনত্ব আনতে হবে আর দ্বিতীয়টি নতুন হৃদয়ের মানুষ হতে হবে।" প্রথম কম্যুনিয়ন প্রার্থীদের উদ্দেশে বলেন, "খ্রিস্টযাগে রুটি ও দ্রাক্ষারস যিশুর দেহ ও রক্তে রূপান্তরিত হয় যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি। খ্রিস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাস থাকতে হবে। আজ এই সংস্কারের মাধ্যমে আমাদের নতুন ও পরিবর্তিত মানুষ হতে হবে এবং তা রক্ষা করতে হবে। তোমরা খ্রিস্টের সৈনিক হয়ে, খ্রিস্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। তোমরা মিথ্যা কথা বলবে না, খারাপ কথা বলবে না, খারাপ কাজ করবে না, মানুষের ক্ষতি করবে না, লোভ করবে না, ছোট-ছোট ভাল কাজের মাধ্যমে ভাল মানুষ হবে।"

খ্রিস্টযাগ শেষে ফাদার যাকোব এস বিশ্বাস বিশপ, ফাদারগণকে ও খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণের জন্য সকল খ্রিস্টভক্তদের এবং বিশেষভাবে সংস্কারপ্রার্থীদের প্রস্তুত করার জন্য সিস্টার অলকা রীটা এমসি'কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। হস্তার্পণ গ্রহণকারীদের সার্টিফিকেট ও প্রথম কম্যুনিয়ন এবং হস্তার্পণ সংস্কার গ্রহণকারী সবাইকে যিশুর ছবি, রোজারিমালা ও খাবার প্যাকেট প্রদান করা হয়॥

ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারিজ এনকাউন্টার এর ১০৪তম বিবাহ সাক্ষাৎ সপ্তাহান্ত

রবি ও রুবী দরেছ ▮ গত ২০-২২ ফেব্রুয়ারী ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, সিবিসিবিতে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ম্যারিজ এনকাউন্টার এর ১০৪ তম বিবাহ সাক্ষাৎ সপ্তাহান্ত অনুষ্ঠিত হয়। এই সপ্তাহান্তে ন্যাশনাল এক্লেজিয়াল টিম, রবি রুবী দরেছ এবং ফাদার বাপ্পী এনরিকো ক্রুশ এর উপস্থাপনায় এই সপ্তাহান্তটি আরম্ভ হয়। এখানে অংশগ্রহণকারী দম্পতিরা বলেন, বিবাহ সাক্ষাৎ সপ্তাহান্ত হচ্ছে মিথ্যা ধারণার অবসান ও ভুল শোধরানোর সুযোগ যা আমাদের দাম্পত্য জীবনে লাভ করেছি। দম্পতিরা আরো বলেন, এখন আমরা একে-অন্যকে খুব সহজে ক্ষমা করতে পারছি। আমরা এখন আবার ভাল বন্ধু হলাম। আমাদের ভাবনায়, আচরণে ব্যবহারে এবং পারস্পরিক যোগাযোগের অনেক পরিবর্তন এসেছে॥

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
NAGARI CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.
(Established: 1962, Registration No. 23/84, Amended: 55/14)

সূত্র: এনসিসিসিইউএল- ২০২০/০৩/৮৩ তারিখ: ০৯/০৩/২০২০ খ্রী:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর জন্য ফুল টাইম প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীদের নিকট থেকে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট পদের জন্য যোগ্যতা অভিজ্ঞতাসহ অন্যান্য শর্তাবলী নিম্নে প্রদান করা হলো:

ক্র:নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন	অভিজ্ঞতা
১	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১ জন	স্নাতকোত্তর (কমার্স ব্যাক গ্রাউন্ড)	৪০ - ৫০ বছর (বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য)	পুরুষ/ মহিলা	আলোচনা সাপেক্ষে আকর্ষণীয় বেতন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে।	সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতা। বাজেট প্রণয়ন ও হিসাব-নিকাশ নিরীক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে। কম্পিউটারের উপর বিশেষ জ্ঞান অত্যাবশ্যক। ক্রেডিট ইউনিয়ন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে।

শর্তাবলীঃ-

১. স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র সহ পূর্ণ জীবন বৃত্তান্ত, শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র ও মার্কশিটের ফটোকপি, জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি, অভিজ্ঞতার সনদপত্রের ফটোকপি, সদ্য তোলা ২ কপি পাসপোর্ট সাইজ রঙিন ছবি জমা দিতে হবে।
২. প্রার্থীকে অবশ্যই নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর নিয়মিত সদস্য-সদস্যা হতে হবে।
৩. সমবায় আইন ও সমিতির বিধিমালা সর্ম্পকে পর্যাপ্ত জ্ঞান সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
৪. নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীকে ৬ মাস প্রবেশনে/শিক্ষানবীশ থাকতে হবে।
৫. ব্যক্তিগত যোগাযোগকারীকে প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচনা করা হবে।
৬. ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
৭. আবেদনপত্র যাচাই/বাছাই এবং নিয়োগ সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা পরিষদের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।
৮. কর্মস্থল: নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ।
৯. বেতন ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা: আলোচনা সাপেক্ষে।
১০. প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার অংশগ্রহণের জন্য ডাকা হবে।
১১. এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ রাখে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আবেদনপত্র আগামী ১৫/০৪/২০২০খ্রীঃ তারিখ বিকাল ৫:০০ ঘটিকার মধ্যে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।

সমবায়ী শুভেচ্ছান্তে,

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

আবেদনপত্র পাঠাবার ঠিকানা

শর্মিলা রোজারিও
সেক্রেটারী- ব্যবস্থাপনা পরিষদ
নাগরী খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ
সাইট ভিনসেন্ট ভবন
ডাকঘর: নাগরী, উপজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা:গাজীপুর।

"সে যে ছিল মোদের আপনজন
তারি তরে কাঁদে ব্যাকুল মন ।"

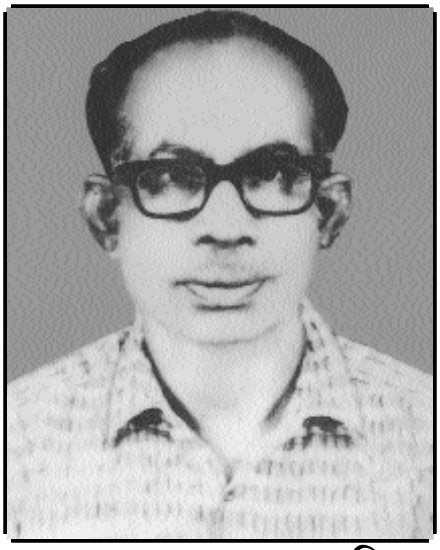

প্রয়াত যোসেফ রোজারিও
জন্ম : ১৫-০৫-১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮-১১-১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত আন্না মারীয়া রোজারিও
জন্ম : ০৫-১০-১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৬-১০-২০১২ খ্রিস্টাব্দ

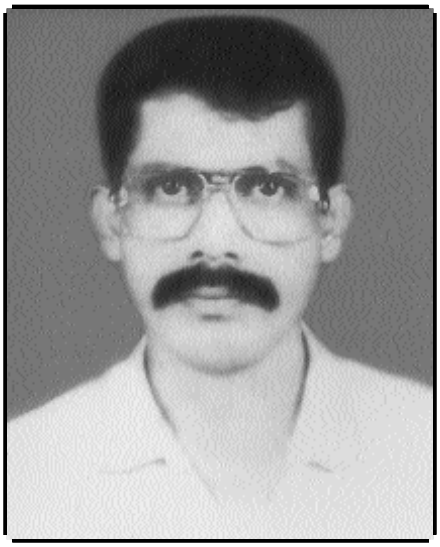

বড় ছেলে

প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা সেন্টু রোজারিও
জন্ম : ২৪-০৫-১৯৫০ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০-০৩-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের প্রিয়জন আন্না মারীয়া রোজারিও মহান ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে বিগত ১৬ অক্টোবর ২০১২ খ্রিস্টাব্দে সকাল ১০:৩০ মিনিটে তার নিজ বাড়িতে ছোট ছেলে ফাদার এ্যাপোলোর উপস্থিতিতে প্রার্থনারত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর ১০দিন। তাঁর স্বামী প্রয়াত যোসেফ রোজারিও ২১ বছর আগে ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের ২৮ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। আন্না মারীয়া রোজারিও জীবিতকালে কুমারী মারীয়ার সন্তান, ভিনসেন্ট ডি'পল, উপাসনা কমিটি, প্যারিস কাউন্সিল ও শিশুমঙ্গলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই মহিয়সী নারী ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বহু মুক্তিযোদ্ধাকে সেবা-শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন এবং শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ মা, সদালাপী, বিনয়ী, কষ্টসহিষ্ণু, ধর্মপ্রাণ ও সমাজসেবী। তিনি তার বড় ছেলে সেন্টু রোজারিও একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি ১০ দিন যাবৎ হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে চিকিৎসা গ্রহণ করেন। এরপর বাড়িতে চিকিৎসারত অবস্থাতে দেহাবসান ঘটে।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
বড় ছেলের বউ : বিমলা গমেজ
ছোট ছেলে : ফাদার এ্যাপোলো রোজারিও সিএসসি
মেয়ে-মেয়ে জামাই : সেলিন ও সমর লুইস কস্তা, সিস্টার রেবা এসএমআরএ
নাতি ও নাতি বউ : লিভিংস্টোন ও পল্লবী, প্রিন্স ও সেতু রোজারিও, ফাদার কাউন্ট রোজারিও সিএসসি
নাতিন ও নাতিন জামাই : পপি ও স্টিফেন; জুঁই ও মিল্টন; মাধবী-পুলিন ও সিস্টার সেবাষ্টিন (পদ্মা) এসএমআরএ
পুতি ও পুতিন : জুমিক, জয়ত্রী, উইলিয়াম, হ্যারি, অধ্যয়ন, গ্রন্থ, অর্জন, বর্ণ ও আদ্রিত।
বাগদী, নাগরী ধর্মপল্লী

"মরণসাগর পারে তোমরা অমর, তোমাদের স্মরি।
নিখিলে রচিয়া গেলে আপনারই ঘর, তোমাদের স্মরি।"

শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রয়াত জন ব্যাপ্টিষ্ট ডি'কস্তা (নায়েব)
মৃত্যু : ১৯ অক্টোবর, ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত আগ্নেস রড্রিক্স
মৃত্যু : ১২ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ক্যাথরিন ডি'কস্তা (হাসি)
জন্ম : ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ মার্চ, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ
ধনুন, নাগরী, গাজীপুর।

প্রয়াত ফিলোমিনা কস্তা
জন্ম : ৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৫ নভেম্বর, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ (লন্ডন)

দেখতে দেখতে ফিরে এলো সেই স্মৃতিময় শোকাহত স্মরণীয় দিনগুলি, যে দিনগুলিতে তোমরা সৃষ্টিকর্তার কাছে অনন্ত শান্তি নিকেতনে চলে গিয়েছ। তোমাদের স্মৃতি আজও আমাদের অন্তরে চির অম্লান হয়ে আছে। তোমরা স্বর্গধাম হতে আমাদের সকলকে আশীর্বাদ কর যেন আমরাও তোমাদের পবিত্র জীবন ও আদর্শের অনুসারী হতে পারি।
পরম করুণাময় ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত সুখ দান করুন। এ প্রার্থনায়–

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে –

এড্ওয়ার্ড ডি'কস্তা

ছেলে-ছেলে বউ	:	হিউবার্ট-জ্যোৎস্না, রিচার্ড-চন্দনা, রেমন্ড
মেয়ে-মেয়ে-জামাই	:	লাভলী-বিপিন, লাইলী-রবার্ট, লীনা-লিটু, লীজা-আকাশ
নাতি-নাতনীরা	:	কিষাণ, কুন্তল, কৌশল, রিন্‌ভী, কলিন্স, কান্তা, ব্রেন্ডা, ব্রেডেন, গ্রেস, এঞ্জেল, মাধুর্য, মুগ্ধ, রোজলীন-সাগর, রিয়া-কলিন্স, এলভিস ও পূর্ণতা
পুতিন	:	অরলিন ও এ্যারন

বিজ্ঞ/৬২/২০

BOOK POST

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগদানের অনুরোধ

সুধী,

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, আগামী ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দে **জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী** উপলক্ষে সকাল ৮.০০ ঘটিকায় **তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চে** বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যৌথ উদ্যোগে এক বিশেষ খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনানুষ্ঠানের পর জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পমাল্য অর্পণ ও জন্মদিনের কেক কাটা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

তারিখ ও দিন : ১৭ মার্চ, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, মঙ্গলবার
সময় : সকাল ৮.০০ ঘটিকা
স্থান : তেজগাঁও হলি রোজারি চার্চ, ঢাকা।

উক্ত খ্রিস্টযাগ/প্রার্থনানুষ্ঠানে সকল খ্রিস্টভক্তকে উপস্থিত থাকার জন্য বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানানো যাচ্ছে।

নির্মল রোজারিও
সভাপতি, বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন ও
সচিব, খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট,
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মোবাইল : ০১৭১৫-০৩০৯৮৯

হেমন্ত আই কোড়াইয়া
মহাসচিব
বাংলাদেশ খ্রীষ্টান এসোসিয়েশন
মোবাইল : ০১৭১১-০৭৭৮৮৩

প্রতিবেশী'র ইস্টার সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দিন

পুণ্য তপস্যাকালের পরেই আসছে প্রভু যিশুর গৌরবময় পুনরুত্থান পর্ব বা ইস্টার সানডে। আপনার প্রিয় সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সাপ্তাহিক প্রতিবেশী' আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে জ্ঞানগর্ভ, অর্থপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাজে সজ্জিত হয়ে প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। **সম্মানিত পাঠক, লেখক-লেখিকা ও সুধী,** আসন্ন ইস্টার সানডে উপলক্ষে আপনি কি প্রিয়জনকে শুভেচ্ছা জানাতে চান কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে চান? এবারও ভিতরের পাতায় রঙিন বিজ্ঞাপন ছাপার সুযোগ রয়েছে। তবে আর দেরী কেন? আজই যোগাযোগ করুন।

ইস্টার সানডে'র বিশেষ বিজ্ঞাপন হার

শেষ কভার পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা) (বুক্ড)	=	২৫,০০০ টাকা
প্রথম কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
শেষ কভার ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা (৪ রঙা)	=	১৫,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা রঙিন	=	১০,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা রঙিন	=	৬,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ রঙিন	=	৩,০০০ টাকা
ভিতরে পূর্ণ পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৭,০০০ টাকা
ভিতরে অর্ধেক পৃষ্ঠা সাদাকালো	=	৪,০০০ টাকা
ভিতরে এক চতুর্থাংশ সাদাকালো	=	২,৫০০ টাকা

যোগাযোগ করুন – বিজ্ঞাপন ও সার্কুলেশন বিভাগ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫, মোবাইল : (০১৭৯৮-৫১৩০৪২ - বিকাশ)

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: www.wklypratibeshi.org